সদৃশবিধান-তত্ত্ব

বা

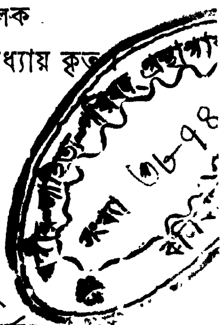
হোমিওপ্যাথিক্

চিকিৎসকের আবশ্যক জ্ঞান।

THE KNOWLEDGE OF THE PHYSICIAN.

"শিরঃপীড়া-চিকিৎসা" সঙ্কলক

চিকিৎসক শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।



কলিকাতা,

৪৭ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট

এস্, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

বক্তব্য।

"সদৃশবিধান-তত্ত্ব" বা হোমিওপ্যাথি কি?—পুস্তক-খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় আরম্ভ হইলে পর, হোমিও-প্যাথির যুক্তি সম্বন্ধীয় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে জানিতে পারিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথির এই এই বিষয়গুলির নিতান্ত অভাব আছে। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই এইরূপ বিষয়গুলি পরি-জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক বোধ করিয়া উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিবিধ পুস্তক হইতে এই পুস্তক-লিখিত প্রবন্ধগুলি [illegible] সমাবেশ করিলাম।

"সদৃশবিধান-তত্ত্বে" কেবল যুক্তি সম্বন্ধীয় বিষয় সমা-লোচিত হইয়াছে, সুতরাং তদনুরূপ অবশিষ্ট প্রবন্ধ-গুলিও একত্র সন্নিবেশন করত উক্ত নামেই প্রচার করা হইল। প্রথম পুস্তকে প্রথম ভাগ বলিয়া উল্লেখ না করায় যদি কোন দোষ বর্ত্তিয়া থাকে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পুর্ব্বক ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা ক্ষমা করিলে নিতান্ত উপকৃত হইব।

কলিকাতা।
২৫এ বৈশাখ,
১২৯৩ সাল।

শ্রীরাই[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রম-সংশোধন ।

৮ম পৃষ্ঠার ১২শ পংক্তিতে "সপ্তদশ বর্ষীয়" স্থলে "সপ্ততি বর্ষীয়া" এবং ৯৪ পৃষ্ঠার টীকার ১ম ও ১৪শ পংক্তিতে "নিঃস্বত্বতার" স্থলে "নিঃস্বতার" পড়িতে হইবে।

সূচী।



সদৃশবিধান-তত্ত্ব

বা

হোমিওপ্যাথিক্

চিকিৎসকের আবশ্যক জ্ঞান।

দ্বিতীয় ভাগ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ-প্রণালী।
(ADMINISTRATION OF MEDICINES.)

হোমিওপ্যাথিক্‌মতে অতি সতর্কতার সহিত রোগের প্রকৃত ঔষধ এবং মাত্রা ও ক্রম নির্ণীত হইলেও আর একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তাশীল চিকিৎসকের মস্তিষ্কে উদিত হয়। প্রশ্নটী এই,—"কিরূপে ঔষধ ব্যবহৃত হইলে উহার প্রকৃত কার্য্যকারী শক্তির ব্যত্যয় ঘটে না এবং রোগীও বিশেষ ফল লাভ করে।" এই প্রশ্ন মীমাংসার্থ আমি হানিমান হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের চিকিৎসকবৃন্দের মত সমালোচনা করিব।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মধ্যে ঔষধ সেবন প্রণালীর বিভিন্নতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিরূপে ঔষধ দিলে কতদূর উপকার হইবে একথা যেন কথাই নহে। চিকিৎ-

সক ঔষধ নির্ব্বাচন, বড় জোর সেই সঙ্গে তার ডাইলিউসনটি ঠিক করিয়া দিলেন। কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে সেই ঔষধ সমধিক কার্য্যকর হইবে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। হানিমান অনেক সময়ে অনেক প্রকার মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সুতরাং ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা তাঁহার শেষ মতটি না ধরিয়া পূর্ব্বকার এক একটি মত লইয়া স্ব স্ব মত অভ্রান্ত মনে করেন ও হানিমানের দোহাই দেন। কেহ কেহ অণুবটিকা বা গ্লবিউল কেবল জিহ্বার অগ্রভাগে দিতে বলেন, কেহ কেহ জলের সঙ্গে দিতে ব্যবস্থা করেন। ক্যাস্পর (CASPER) প্রভৃতি ডাক্তারেরা খানিকটা জলে খানিকটা ঔষধ ফেলিয়া দিতেন। আবার কাহারও কাহারও মতে গ্লবিউল প্রভৃতি পুরাতন রোগে এবং নূতন পীড়াতে অরিষ্ট দেওয়া বিধেয়। কেহ বা কেবল দুগ্ধ শর্করার সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া দিতে ব্যবস্থা করেন। কেহ কেহ (OLFACTION) আঘ্রাণ ক্রিয়ার বড়ই পক্ষপাতী।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে হানিমান প্রকাশিত "আরক্ত-জ্বর" নামক প্রবন্ধে লিখিত আছে যে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে, ঔষধের একমাত্রা এক হইতে চারি চাম্‌চে জল কিম্বা বিয়ার মদের সহিত মিশ্রণ করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার এই মত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার মতে ঐরূপ ব্যবহারে তরল পদার্থের সহিত ঔষধের পরমাণু মিশ্রিত হইয়া উহার আয়তনের সহিত শক্তিরও বৃদ্ধি হয়; সুতরাং ঔষধের মাত্রা অধিক হয়। সুতরাং হোমিওপ্যাথি মতে যে অতি অল্প

পরিমাণে ঔষধ ব্যবহার করা উচিত এ যুক্তির ব্যত্যয় ঘটে। দুগ্ধ শর্করার সহিত এক বিন্দু ঔষধ কিম্বা ঔষধসিক্ত একটীমাত্র অনুবটিকা জিহ্বার অগ্রভাগে স্থাপন করিলে ঐ উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হয়; জিহ্বার অগ্রেই ঐ ঔষধ দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরেই কোনরূপ পানীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ; কেননা তাহাতেও ঐ পানীয় পাকস্থলি বা আমাশয়ে গিয়া ঔষধের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে।

হানিমান ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অণুবটিকা প্রথমে ব্যবহার করেন। তাঁহার "অর্গ্যানন" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে অণুবটিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি উহাতে বলেন যে অণুবটিকা এক হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ঔষধের পরমাণুকে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম। প্রথম প্রথম হানিমান একটী মাত্র অনুবটিকা (ঔষধসিক্ত) রোগীকে আঘ্রাণ করিতে দিতেন। ঐ সময় তিনি (OLFACTION) আঘ্রাণ ক্রিয়ার বড়ই সমাদর করিয়াছিলেন।

বস্তিক্রিয়া ও বাহ্যপ্রয়োগ প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রথমে আপত্তি হয় নাই; তার পর "অর্গ্যানন্" গ্রন্থের শেষ সংস্করণে লিখিলেন (HOMŒOPATHY NEVER REQUIRES FOR ITS CURES THE RUBBING IN OF ANY MEDICINE) "হোমিওপ্যাথিতে বাহ্য প্রয়োগ প্রয়োজন করে না।" কিন্তু চর্ম্মরোগে, বেদনা ও খাল ধরাতে তিনি নিজেই বাহ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ডাক্তার হেরিং এই মতের বড় প্রতিবাদ করেন নাই, তবে তাঁহার বিশ্বাস আঘ্রাণে রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডাক্তার রমেল ও "রো" বলেন শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের আঘ্রাণে কিছুই হয় না; স্নায়বিক বিকৃতিতে ঐ প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ হয়। হিষ্টিরিয়া ও মূর্চ্ছা

রোগে ইহার আশ্চর্য্য ফল দেখা যায়। দন্তশূল, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। তাঁহাদের মতে আঘ্রাণ ক্রিয়া অতি সাবধানে করান উচিত। নির্ব্বাচিত ঔষধের দুই এক মাত্রা একটী স্পিরিট ও জলপূর্ণ শিশিতে দিয়া ঐ শিশি নাসিকার অতি সন্নিকটে ধরিতে হয়।*

ঐরূপ প্রক্রিয়াতে কোন কোন পীড়া আরাম হইতে দেখা যায় বলিয়া প্রত্যেক পীড়াতেই যে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগ দূর করিতে হইবে আমরা এ কথার অনুপোষক নহি।

ডাক্তার এডিজি বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঔষধ দিতে বলেন, কিন্তু আমাদের মতে বৃষ্টির জলে কোন ক্রমেই ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে না। বৃষ্টির জলে অনেক মন্দ বাষ্প (এমোনিয়া প্রভৃতি) মিশ্রিত থাকে। ডাক্তার এজিডি (ÆGIDI) এস্থলে বড়ই ভ্রম করিয়াছেন। তবে উপায়ান্তর না থাকিলে অবশ্য ব্যবস্থেয়; তাহা বলিয়া উহাকে উৎকৃষ্ট উপায় বলিতে পারি না।

আবার জার্ম্মনিতে কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এক এক খণ্ড চিনির সহিত ঔষধ সেবন করান। উক্ত চিনিখণ্ডের নাম "ROTULI" রোটুলি। এইরূপ বহুবিধ প্রকারের ঔষধ সেবন প্রণালী আছে। ফল কথা, রোগীর অবস্থা ভেদে ঔষধ বিশেষে, কখন গ্লবিউল কখন টিংচার দেওয়া যায়। আঘ্রাণ ক্রিয়াও কোন কোন পীড়াতে ভাল, দন্তশূলে বিশেষ উপকার

* Dr. Perry's mode of employing of olfaction is to dissolve two or three globules of the medicine in a mixture of spirit and water in a small phial and make the patient inspire the air in the phial through the nostrils.

Jour. De. Le. Med. Hom. 1. 48.

হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নূতন পীড়াতে কাহাকেও ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিতে পারি না। রোগ,রোগী ও ঔষধ বিশেষে পরিষ্কার জলে, দুগ্ধ শর্করা বা অণুবটিকার ঔষধ সেবন করান চিকিৎসকের বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। বালক বালিকার পক্ষে অণুবটিকা প্রয়োগ করা সহজ ও ফলপ্রদ। "সদৃশ বিধান-তত্ত্ব" প্রথম ভাগে এবিষয় বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। কিরূপ জলে ঔষধ দেওয়া যায় তাহার বিষয় উল্লেখ করা যাই-তেছে।

পল্লীগ্রামে পরিষ্কার জল পাওয়া সুকঠিন। সেখানে প্রথমে জল উষ্ণ করতঃ আবার শীতল করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহাতে জান্তব ও উদ্ভিদ পদার্থ অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়। ঐ জলে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করা যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য পরিশ্রুত জল (DISTILLED WATER) ব্যবহার করা সর্ব্বা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সহরে আজ কাল কলের জল (TAP OR PIPE WATER) অনে-কাংশে ভাল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ নহে। লেড পাই-পের জলে ব্যবস্থা করা তো কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রাসায়নিক পরীক্ষাতে (CHEMICAL ANALYSIS) কলের জলে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। অর্গ্যানিক কার্ব্বন (ORGA-NIC CARBON ·06 TO ·1) ·০৬ হইতে ·১।

অর্গ্যানিক নাইট্রোজিন (NITROGIN AS NITRATES ·002) ·০০২

এতদ্ভিন্ন ক্লোরিন্, এমোনিয়া (HARDNESS ·3 TO ·5) প্রভৃতি।

ঐ সকল পদার্থযুক্ত জলে কিরূপে ঔষধ দেওয়া যাইতে

পারে? সুস্থ শরীরে উপরোক্ত কয়টী দ্রব্য অধিক দিন সেবন করিলে পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। উচ্চ ক্রম ঔষধ ঐ জলে মিশ্রণ করিতে দেওয়া বিচক্ষণ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমরা যখন সহজে পরিশ্রুত জল পাইতে পারি, তখন কেন ব্যবহার করিব না। পরিশ্রুত জল কোন এক বিশ্বস্ত দোকান হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেননা যে যন্ত্রে (DISTILLARY) গন্ধ দ্রব্যাদি চোয়ান হয়, তাহাতে পরিশ্রুত জল হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ কোন মতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও মতে গ্ল্যাস কিম্বা পর্সিলেন নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা পরিশ্রুত করা ভাল, কিন্তু আমরা জানি, উষ্ণ জল সাইলেক্স (SILEX) নামক পদার্থকে দ্রব করে। সুতরাং তাম্র নির্ম্মিত যন্ত্র ভিতরে টিনের পাত দিয়া মোড়া হইলেই ভাল হয়। কোন কোন স্থানে (যেমন বৈরিক এণ্ড ট্যাফেল) স্বর্ণ নির্ম্মিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—বাহ্য-প্রয়োগ।

LOCAL EMPLOYMENT OF HOMEOPATHIC MEDICINES.

চিকিৎসা ক্ষেত্রে মহাত্মা হানিমান এই প্রথা লইয়া মহা আন্দোলন করেন। তাঁহার আন্দোলনের যথেষ্ট ফলও হইয়াছিল। তিনি তদানীন্তন চিকিৎসার অনেক দোষ সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ তাঁহার প্রকাশিত "ভিনিরিয়েল ডিজিজ" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে এই বিষয় অতি বিশদ রূপে লিখিত হইয়াছিল। তিনি সদৃশ বিধান চিকিৎসার সত্য বুঝি-

বার পূর্ব্বেও বাহ্য প্রয়োগের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন না। তখন তাঁহার মত এইরূপ ছিল যে বাহ্য প্রয়োগ না করিয়া আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ত্বাচ্ রোগে বিশেষ ফল লাভ করা যায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে মুখের ক্যান্সার রোগে আর্সেনিক বাহ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ্যে অনুতপ্ত হন। হানিমান সকল বিষয় কার্য্যতঃ দর্শন করিতেন; পরীক্ষাই তাঁহার মূল সত্য নিরূপণের প্রধান সহায় ছিল, এজন্য পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি প্রথমে দেখিলেন আর্সেনিক বাহ্য প্রয়োগে ক্ষত নিরাময় হইল, অমনি সে কথা লিখিলেন, আবার যখন তাহার অপকারিতা দেখিলেন তখন স্পষ্টতঃ ঐ বিষয় অন্যান্য চিকিৎসককে জ্ঞাত করাইলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "যদিও আর্সেনিক বাহ্য প্রয়োগে অনিষ্টকারী ক্ষত আর বৃদ্ধি পায় না ও আপাততঃ শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় হইল দেখায়, কিন্তু উহা গোপনে গোপনে এমন একটি যন্ত্রকে আক্রমণ করে যে, তাহা হইতে রোগীকে মুক্ত করা যায় না; সম্মুখ শত্রু অপেক্ষা গোপন শত্রুর আক্রমণ অতীব অনিষ্টজনক।

তাঁহার আর একটি আপত্তি এই যে শ্যাঙ্কার (CHANCRE) প্রভৃতি উপদংশিক বাহ্য ক্ষত, আভ্যন্তরিক উপদংশের লক্ষণ মাত্র। উহারা নীরবে ধাতুগত পীড়ার বাহ্য পরিচয় প্রদান করে। আমরা যদি ব্যস্ত হইয়া বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উহাকে শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় করি, তবে সেই ভিতরের পীড়া ক্রমেই বিস্তৃত হইতে থাকে। বিশেষতঃ পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি জানিবার একমাত্র উপায় বাহ্য লক্ষণ বা বাহ্যক্ষত, তাহা যদি আমরা ঢাকিয়া ফেলি তবে কিরূপে উহার চিকিৎসায় ফল লাভ করিব? তবে স্থানিক

বাহ্য আঘাতে (LOCAL INJURY) বাহ্যপ্রয়োগ করাতে তাঁহার অমত ছিল না। একটী বাহ্য আঘাতে তিনি অৰ্দ্ধেক সুরা ও জল এবং দশ ফোঁটা আর্ণিকা অমিশ্র একত্র করিয়া লোশন করিয়া দিলেন। প্রথম ২৪ ঘণ্টা এই রূপ ঔষধ চলিতে লাগিল ঐ সঙ্গে নির্ব্বাচিত ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ব্যবস্থাও ছিল।

এই সকলের মধ্যে "থুজা" বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা আঁচিল নিরাকৃত করার উপদেশ দিয়া তিনি আপন মত আপনি ভঙ্গ করিয়াছেন। এই বাহ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গ ও পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণ কি বলেন দেখা যাউক।

তাঁহার প্রধান শিষ্য গ্রস্ (GROSS) মনে করিলেন গুরুর আদেশ মত সর্ব্বত্র চলিলে চলে না; তিনি একটী সপ্তদশ বর্ষীয় বৃদ্ধার পায়ের ক্ষততে ল্যাকেশিস্ বাহ্য প্রয়োগ করতঃ তিন সপ্তাহ মধ্যে নিরাময় করিলেন। এইরূপে ল্যাকেশিস্ সাইলিসিয়া ও রসটক্স দ্বারা তিনি অনেক পুরাতন কদর্য্য ক্ষত নিরাকৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ক্ষতের উপর ৩০ শক্তির ঔষধের অণুবটিকা ছড়াইয়া দিতেন, ইহাই অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়।

ডাক্তার বক্হসেন (DR. BACKHAUSEN) বাহ্য প্রয়োগের বড় গোঁড়া ছিলেন। তাঁহার মতে দগ্ধ স্থানে রসটক্স মচকানতে আর্ণিকা বাহ্যপ্রয়োগ প্রদানে যে আশু সুফল পাওয়া যায়, ইহা কেনা জানেন? তিনি বলেন ঔষধ পীড়া আরোগ্য করিতে ঠিক পীড়িত স্থানেই কার্য্য করে, তবে আমরা দক্ষিণ হস্ত ঘুরাইয়া মস্তক বেষ্টন করতঃ বাম কর্ণ ধরিবার ন্যায় মুখে ঔষধ সেবন

দ্বারা পীড়া দূর করাইতে যাই কেন? ঔষধের কার্য্য ও পীড়োৎপাদক কারণের কার্য্য উভয়েই প্রথমতঃ ক্ষুদ্র স্থানে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু একথা ততোধিক যুক্তিসঙ্গত হইল না।

ডাক্তার গ্রিসেলিক বলেন চক্ষুঃ প্রদাহে, দন্তশূলে অনেক স্নায়বিক পীড়াতে বাহ্য প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। তিনি একটী মুষ্ক বৃদ্ধি (Hydrocele) আর্ণিকা বাহ্য ব্যবহার (Arnicated compress) দ্বারা নিরাময় করেন। তিনি ও কচ্ প্রভৃতি ডাক্তারেরা অনেক সময় বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা বাত রোগ আরাম করিয়াছেন এরূপ উদাহরণ দেখাইয়াছেন। জরায়ুর সংকোচনে, ডাক্তার মারহপার (Dr. Mayrhofer) বেলাডনা অয়েণ্টমেণ্ট প্রয়োগ করিতেন। ডাক্তার লিপি (Dr. Lippe) বলেন স্থল বুঝিয়া বাহ্য প্রয়োগ মন্দ নহে।

তাঁহার লিখিত এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে দগ্ধ ক্ষতের চিকিৎসায় লিখিয়াছেন সামান্য দহনে—"হ্যামেমিলিস" বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়; দ্বিতীয় প্রকারের পোড়া অর্থাৎ ফোস্কা পড়িলে ক্যান্থারিস্ তৃতীয় প্রকারের পোড়া, যাহাতে চর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ক্রিয়োজোট্। চতুর্থ প্রকারের পোড়াতে অর্থাৎ যাহাতে শরীরের কোমলাংশ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ক্যাষ্টাইল সোপ (Castile soap) কাপড়ে লাগাইয়া বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়। ডাক্তার হেল প্রভৃতিও বাহ্যপ্রয়োগ মতের অনুপোষক।

আমাদের মতে, হানিমানের শিষ্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অতিরিক্ত অন্যায় পথে গিয়াছেন; স্থানীয় বা বাহ্য আঘাতে

ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ করিতে কোন ক্ষতি নাই। পুরাতন পীড়ায় চর্ম্মরোগে, বাহ্যপ্রয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত নহে; কেননা হঠাৎ সেইগুলি বসিয়া যাইয়া সাংঘাতিক পীড়া জন্মিতে পারে। ডাক্তার ডজিয়ান (DUDGEON) বলেন যে পুরাতন ক্ষত হঠাৎ বসিয়া যাইয়া অনেক রোগী পক্ষাঘাত ও সন্ন্যাস রোগগ্রস্থ হইয়াছেন, ইহা দেখা গিয়াছে। তবে দুর্ঘটনা—যেমন মোচ-ড়ানি, কাটিয়া যাওয়া, দগ্ধ হওয়া, প্রভৃতিতে—আর্ণিকা, ক্যালে-ণ্ডুলা, রসটক্স বা ক্যান্থারিস ব্যবহার করিতে কোন বাধা নাই। ডাক্তার ম্যাডেন, বেক ও লেডাম জয়ায়ুর মুখের ক্ষত ধৌত করিবার নিমিত্ত ক্যালেণ্ডুলা ধাবন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দন্তশূল রোগে নির্ব্বাচিত ঔষধের খানিকটা তুলায় করিয়া ঠিক পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

যদি ধাতুগত পীড়া না হয়, যদি পীড়া বাহ্য আঘাতাদি জনিত হয়, যদি বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ নিতান্ত বিষাক্ত না হয়, তবে সেরূপ বাহ্য প্রয়োগে আমাদের আপত্তি নাই। প্রবল ক্ষততে কার্ব্বলিক এসিড প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগে অনেক স্থলে অনিষ্ট সংঘটিত হয়। ফল কথা, সদৃশবিধি মতে সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা মন্দ নহে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। দগ্ধ জনিত ফোস্কাতে এবং ক্যান্থারিস বাহ্য প্রয়োগ জনিত ফোস্কাতে অনেক সাদৃশ্য আছে, এজন্য আমরা ক্যান্থারিস বা আর্ণিকা প্রয়োগ করি। এ সম্বন্ধে বিচার হানিমানের পুরাতন-ব্যাধি-তত্ত্ব নামক প্রবন্ধে অধিক বিবৃত হইল।

প্রতিষেধক ঔষধ।

(PROPHYLACTICS.)

অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কালের চিকিৎসা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, চিকিৎসকেরা রোগ দূরীকরণোপায় অপেক্ষা রোগ নিবারণোপায় (অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা রোগ না হইতে পারে) উদ্ভাবন জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে এক সময়ের কোন রোগের প্রতিষেধক ঔষধ তার পরবর্ত্তী চিকিৎসকের দ্বারা ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে বহুদর্শনের ফল মিলিত হইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান যে ক্রমে উন্নতিলাভ করিবে, এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

আমরা এখানে কয়েকটি প্রতিষেধক উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন সময়ে চারিদিকে মহামারী উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ কোন ব্যাপক মারাত্মক পীড়া, যেমন ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে) মৃত শুষ্ক সোনাবেঙ গলায় পরাইয়া দিত। লাল সূত্রের গোছা কটিদেশে পরিধান করিলে, আর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইবে না এরূপ বিশ্বাস ছিল। এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত প্রকারের প্রতিষেধক উপায় বহুবিধ দেশে প্রচলিত ছিল। এই গুলি বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইলেও উহাদিগকে নিতান্ত কিছুনা বলিতে সাহস হয় না। দ্রব্যগুণ, বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা যে বহুবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা

অস্বীকার করিতে পারি না *; ঐ সকল বিষয় বিচার করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ফল কথা, সকল কালেই, সকল দেশে পীড়ার প্রতিষেধক উপায় উদ্ভাবনে চিকিৎসকেরা বড় ব্যস্ত; এই সর্ব্বকালীন চেষ্টায় যে কিছু না কিছু ফল বর্ত্তিবে বা বর্ত্তিয়াছে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

বর্ত্তমান অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডাক্তার জেনার (DR. JENNER) কর্ত্তৃক গো বীজের টীকা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়া প্রায় সমগ্র পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে †। ঐ সময় ডাক্তার হোম (DR. HOME) হাম রোগীর রক্ত দ্বারা টীকা দিয়া ভাবী হাম রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে নানা রোগের প্রতিষেধক ঔষধের সমালোচনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি-

---

* "Man can what he wills—but he must have faith and trust."

† ডাক্তার ব্রুঁজি গো-বীজের টীকার পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—"A time may come when even vaccination may be considered injurious in its consequences upon the general vigour of the human race."—See—Manual of Hom. Theory and Practice. page 343.

ডাক্তার রোলি বলিয়াছেন,—"Various diseases, common to cattle have appeared among the human species since the introduction of *Cow-pox*."

লণ্ডনের কতকগুলি চিকিৎসক এক বার এই টীকার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন টীকার পরে অনেকে গো-জাতির মত কাশি রোগগ্রস্ত হয় ("Cough like cows" and "bellow like bulls"—See "Vaccination and its opponents" by Dr. J. Hands.) প্রতিযোগীরা ভাবেন নাই যে গোমাংস ভক্ষণে যেরূপ অনিষ্ট হয় গোবীজের টীকাতে তত অনিষ্ট হয় না।

তেছি যে,হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসকগণ প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারার্থ বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এলোপ্যাথিক্ মতে কোন রোগের কোনরূপ প্রতিষেধক ঔষধ অদ্যাপি আমরা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের কোন প্রতিযোগী এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, ম্যালেরিয়া প্রদেশে অত্যল্প মাত্রায় কুইনাইন সেবন এবং গোবীজে টীকা এই দুইটি ক্রমান্বয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর ও বসন্তের প্রতিষেধক, ইহারা তো এলোপ্যাথিক্ প্রক্রিয়া! আমরা এ কথার প্রত্যুত্তর আগ্রহের সহিত দিব; উপরোক্ত দুইটি প্রতিষেধক প্রক্রিয়া আমাদের বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক্ মতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। দুইটি পীড়া (বিভিন্ন বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন) এক সময়ে এক দেহে অবস্থিতি করিতে পারে না। পরন্তু দুর্ব্বলটি প্রবল দ্বারা দূরীকৃত হয়। বসন্ত রোগে চক্ষুঃ প্রদাহ হয়—এবং টীকা দিলে চক্ষুঃ ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। বহু দিন হইল,ডাক্তার ডিজোটোক্স (Dezoteux) ও লিরায় (Leroy) এই কথার প্রচার করিয়াছেন; এবং বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা উহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান রোগের সঙ্গে কোন নতন ও সদৃশ রোগ উপস্থিত হইলে, এই নূতন রোগ দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে ও সদৃশবিধিমতে সেই পূর্ব্ব পুরাতন রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে। কুইনাইন-সেবন-জনিত পীড়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়া, এবং গোবীজে টীকার সঙ্গে বসন্ত পীড়ার বিশেষ সাদৃশ্য আছে; এই জন্যই কৃত্রিম পীড়া শরীরে জন্মাইয়া দিয়া স্বাভাবিক পীড়াকে নির্ম্মূল করা হয়। ইহা বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ডাক্তার জেনার যেমন বসন্ত রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেইরূপ মহাত্মা হানিমানও আরক্ত-জ্বরের প্রতিষেধক উদ্ভাবন করিয়া চিকিৎসা-জগতে চির-স্মরণীয় পদ অধিকার করিয়াছেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জর্ম্মণি দেশে আরক্ত-জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে একটি পরিবারে তিন ব্যক্তির ঐ জ্বর হইল, পরিবারস্থ চতুর্থ ব্যক্তির হইল না। হানিমানের মনে এই বিষয় আঘাত করিল; সন্দেহ যে উন্নতির অবশ্যম্ভাবী কারণ—এই ঘটনা তাহার উত্তম সাক্ষ্য। অনুসন্ধিৎসু হানিমান বিশেষ তত্ত্বগ্রহণ দ্বারা জানিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্ব হইতে অন্য কোন পীড়ার জন্য "বেলাডনা" ব্যবহার করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্ব হইতেই হানিমান জানিয়াছিলেন যে, সুস্থ শরীরে বেলাডনা সেবন করিলে উক্ত পীড়ার সদৃশ অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশিত হয়; সুতরাং এক্ষণে বুঝিলেন "যে ঔষধ কোন পীড়ার প্রথমাবস্থাকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় না, সেই ঔষধই সেই পীড়ার উত্তম প্রতিষেধক।" তার পর, এই বেলাডনা দ্বারা তিনি বহু-বিধ পরীক্ষা করিয়া স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, বেলাডনাই আরক্ত-জ্বরের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ডাক্তার ব্লক, ক্র্যামার, উল্ফ, হিউফল্যাণ্ড, বেয়ার প্রভৃতি চিকিৎসকেরা এই বেলাডনার দ্বারা সহস্র সহস্র শিশুকে এই পীড়ার আক্রমণ হইতে নিরা-পদে রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কোন কোন এলোপ্যাথিক ডাক্তার ঐ বেলাডনা ব্যবহার করিয়া ফল পান নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন; অবশেষে জানা গেল যে, তাঁহারা ঐ ঔষধ অধিক মাত্রায় এবং অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রণ করিয়া

দিয়াছিলেন ; ইহাতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাইবে কেন ? এক্ষণে কি এলোপ্যাথ কি হোমিওপ্যাথ,সকলেই উক্ত পীড়ায় বেলাডনা ব্যবহার করেন।

হানিমান ক্রমে অন্যান্য পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার-করণ-মানসে অতীব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আরক্ত-জ্বরের পরেই ওলাউঠার প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে কুপ্রম্‌কেই (৩০ শক্তির) প্রতিষেধক বলেন,তৎপরে কুপ্রম ও ভিরেট্রাম্‌ উভয়কেই প্রতিষেধক বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার মতে যখন চারি দিকে ঐ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবে, তখন প্রথম সপ্তাহে কুপ্রম এক মাত্রা সেবন করতঃ পরসপ্তাহে ভিরেট্রাম এক মাত্রা সেবন বিধেয়। এক খণ্ড তাম্র উদরপ্রদেশের নিম্নে পরিধান করাও মন্দ নহে, উহা হই-তেই আমরা এক্ষণে একটি পয়সা ছিদ্র করিয়া ঘুন্‌সীর সঙ্গে কটিদেশে পরিধান করিতে উপদেশ দিয়া থাকি*। পেরিস্‌ নগরের ডাক্তার বার্ক (Dr. Burq) বলেন,তাম্র-খনিতে বা তাম্রের কারখানাতে যে সকল লোক কার্য্য করে, তাহাদের ওলাউঠা রোগ হয় না। ডাক্তার রথ(Roth) উক্ত মতের অনুপোষক।

---

* ডাক্তার রুবিনী-কৃত "ক্যাম্ফর" বিসূচিকার অব্যর্থ ঔষধ ও প্রতিষেধক বলিয়া অর্দ্ধ জগৎ আদৃত। ডাক্তার হেরিং সলফরকেই ওলাউঠার প্রতিষেধক বলিয়া বারম্বার উহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে "ব্যাসিলস, ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি হইতে রোগের উৎপত্তি তত্ত্ববিদেরা ক্যাম্ফর ও সল্‌ফর উভয়কেই প্রতিষেধক না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না ; কেন না আণু-বীক্ষণিক জীবদিগকে ধ্বংস করিতে ইহারা বড়ই সক্ষম। ডাক্তার হেম্পেল্‌ ক্যাম্ফরের উপকারিতা স্বীকার করেন না। আমরা কার্য্যতঃ পরীক্ষা দ্বারাই ক্যাম্ফরের গোঁড়া, তবে উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ প্রয়োজন।

ইহার পরে একোনাইট ও পল্‌সেটিলাকে অনেক চিকিৎসক হামের প্রতিষেধক বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ডজিয়ান প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে, উহা হাম রোগের অব্যর্থ ঔষধ নহে। ডাং আর্ণল্‌ড সল্‌ফরকেই উহার প্রতিষেধক বলিয়াছেন।

তার পর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হেরিং প্রচার করেন যে, কতকগুলি পীড়ার বিষ বা বীজ সেই সেই পীড়ার উত্তম প্রতিষেধক। (The preventives of many diseases might be found in their own morbid products) যেমন, ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক। কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি কার্য্যতঃ পরীক্ষিত নহে। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে "আইসোপ্যাথি" প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

ডাক্তার ক্রোসিরিও (Dr. Croserio) এক নূতন কথা প্রচার করেন; তিনি বলেন, মার্কিউরিয়সের (৩০) তিনটি গ্লবিউল সন্দেহযুক্ত সহবাসের পর (Suspicious connection) উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি সেবন করিলে আর গনোরিয়া বা মেহ পীড়া হয় না, অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকের গনোরিয়া রোগ আছে, ঐ স্ত্রীতে কেহ অভিগমন করিয়া যদি পর পর তিন রাত্রি মার্কিউরিয়স্ সেবন করেন, তবে তিনি সেই পীড়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এই প্রতিষেধক উপায়টি কার্য্যে কত দূর উপকারে আইসে, তাহা উক্ত ডাক্তারই জানেন। বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত এ সত্য প্রচার করা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। 'লাগে তুক না লাগে তাক,' এরূপ প্রতিষেধক লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা বড়ই বিপদসঙ্কুল। ডাক্তার ক্রোসিরিও এই ঔষধটি

আবিষ্কার জন্য কেন এত ব্যস্ত ছিলেন এবং কত জনের উপরে উহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ডাক্তার উইণ্টার (Dr. Winter) তাঁহার "প্রতিষেধক" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "বেলাডনা" আরক্ত-জ্বরের ঔষধ, কিম্বা একোনাইটম্ হাম রোগের বিশেষ প্রতিষেধক, এরূপ কথা আমি স্বীকার করি না। বেলাডনা প্রভৃতি ঔষধ প্রায় অনেক পীড়ার প্রতিষেধক। তবে যে বহু লোক বহুব্যাপক বা সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হন,তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই শরীরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না,বা তাঁহাদের জনন বা উৎপাদন যন্ত্রাদির অস্বাভাবিক অবস্থা বশতঃ ঐ পীড়ার সহিত একটি বিশেষ সম্বন্ধ (Affinity) থাকে, এই জন্যই তাঁহারা ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হন। উক্ত পীড়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করিতে হইলে, যে যে ঔষধে তাঁহাদের ঈষৎ পীড়িত যন্ত্রের সুস্থাবস্থা আনীত হয়, সেই সেই ঔষধই ঐসকল বহুব্যাপক বা সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক।" এই উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মার্কিউরিয়স, সল্‌ফর, ক্যাল্‌কেরিয়া প্রভৃতিকে উত্তম প্রতিষেধক বলিয়া উল্লেখ করেন। ডাক্তার গ্যাস্‌টিয়ারও ঠিক এই রূপ কথা বলেন; তবে তাঁহার মতে পুরাতন পীড়ার এইরূপ প্রতিষেধক আবশ্যক; নূতন বহুব্যাপক বা স্পর্শাক্রামক রোগের জন্য নহে। তিনি বলেন যে পিতা হইতেই প্রায় পুত্রেতে অনেক পীড়া জন্মে, কিন্তু জন্মিবামাত্র উহাদিগকে প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে, পরবর্ত্তী কালে বয়সাধিক্যের সহিত ঐ শিশুর আর পৈতৃক বা কৌলিক পীড়া হয় না। তিনি ঐ নিমিত্ত সল্‌ফর, সিপিয়া, বেলাডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া প্রভৃতির কথা উল্লেখ

করিয়া বলিয়াছেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পর একটি ঔষধের (৩০) শক্তির একটি অণুবটিকা প্রত্যেক পঞ্চম দিবসে সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। কিছুদিন উক্ত ঔষধ ব্যবহার করান হইলে যদি শিশুর গাত্রে এক প্রকার কণ্ডু দেখা দেয়, তবে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। ডাক্তার ফেরনের মতে ভ্রূণের জন্মকাল হইতেই ঐরূপ ঔষধ ব্যবহার করান যাইতে পারে। প্রসূতিকে সতর্ক হইয়া ঔষধ সেবন করান উচিত। তিনি কোন বিশেষ ঔষধের কথা বলেন নাই। এই সকল যুক্তি কার্য্যে পরিণত হইলে বড়ই উপকারের সম্ভাবনা।

কিন্তু আমাদের দেশস্থ অধুনাতন চিকিৎসকেরা পীড়ার প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেই আকাশপাতাল শূন্য দেখেন, তা প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারে মনোযোগ দিবেন কি? আমাদের এ দেশে সুস্থ শরীরে ঔষধ পরীক্ষিত হইবার উপায় নাই, অন্য দেশের ন্যায় সমবেত যত্ন নাই, কোনও প্রকার সমিতি নাই, রোগী-নিবাস (Hospital) নাই। যিনি যাহা মনে করিতেছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন, কিছুরই স্থিরতা নাই। এতগুলি অভাব লইয়া আমরা যে "হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথ" বলিয়া গর্ব্ব করি, ইহাই আশ্চর্য্য; এই সকল কথা এই প্রবন্ধের অনধিকারচর্চ্চা হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ফল কথা, প্রতিষেধক ঔষধাদি আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; ইহাতে স্বার্থত্যাগ চাই! অষ্টমবর্ষীয় বালক জেম্‌স্ ফিপ্স্ (James Phips) হাসিতে হাসিতে সর্ব্বপ্রথমে গোবীজে টীকার ফল পরীক্ষা করেন। যে মাসে এই টীকা হইয়া গেল, তার

পর জুলাই মাসে তিনি বসন্ত-বীজের টীকা গ্রহণ (Inoculation) করেন; তাঁহার শরীরের কোন ক্ষতি হয় নাই। আজ সমস্ত জগতে ফিপ্সের নাম ঘোষিত।

মহাত্মা হানিমান, জেনার প্রভৃতি আমাদিগের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ওলাউঠা, মেহ প্রভৃতি পীড়ার যে প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা এ কথা বলিতে চাহি না, তবে শীঘ্রই যে আবিষ্কৃত হইবে, এরূপ আশা করিতে পারি। ডাক্তার উইণ্টার ও গ্যাসটিয়ার যে সকল গূঢ় তত্ত্ব বলিয়াছেন, ঐসকল যুক্তি বড়ই সারগর্ভ; তবে তাঁহারা যে সকল ঔষধের কথা বলিয়াছেন, উহার সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। আমাদের মতে গর্ভস্থ শিশুর পীড়া বা গর্ভবতীর কোন অসুস্থ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতি-পালন দ্বারা বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দূর করিতে পারিলে, উহাই গর্ভস্থ শিশুর ভাবী পীড়ার প্রতিষেধক। ভূমিষ্ঠ শিশুর কোন পীড়া না হইলে তাহাকে ঔষধ সেবন করান বিধেয় নহে। তবে সেই শিশুতে কোন পীড়ার ঈষৎ অঙ্কুর দেখিতে পাইলে উহা ঔষধ দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে উপায় বা ঔষধ দ্বারা ঐ রোগ মুকুলাবস্থায় নিহত হইল, আমরা তাহাকেই সেই পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ বলিব।

পরিশেষে বক্তব্য—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যেন পুস্তক-লিখিত প্রতিষেধকের উপর অধিক নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকেন; পরীক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা যেন আপন আপন মত দৃঢ় করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন; পরীক্ষা, অনুসন্ধান প্রভৃতিই মহাত্মা হানিমানের মূলমন্ত্র ছিল।

দোষঘ্ন ঔষধ।
(ANTIDOTES.)

এলোপ্যাথিক্ মতে "দোষঘ্ন ঔষধ" বলিলে যাহা বুঝা যায়, হোমিওপ্যাথিক্ মতে "দোষঘ্ন ঔষধ" বলিলে উহা অপেক্ষা কিছু বেশী বুঝিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কোন ঔষধের বিষমাত্রায় সেবন করিলে,বা সেই ঔষধ অযথা মাত্রায় কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করতঃ বিষাক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে উহার তেজ বা বিষক্রিয়ানাশকারী ঔষধ বা পদার্থ ব্যবহার করিতে দেন। এরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথেরা ও ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আশু বিপদ হইতে রোগীকে রক্ষা করেন।

কিন্তু এলোপ্যাথেরা আর এক প্রকার দোষঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করেন, যাহা আমাদের মতের সহিত বিশেষ অনৈক্য হয়। তাঁহারা বিরেচক ঔষধের সঙ্গে একটু অহিফেন দিলেন, বা জ্বরের তাপাংশ কমাইবার জন্য স্যালিসিলেট সোডার সঙ্গে উত্তেজকরূপে একটু ব্রাণ্ডি দিলেন, এরূপ প্রকারের দোষঘ্ন বা (Corrective) আমাদের নাই। আমরা ঈদৃশ অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করি না যে, তাহাতে রোগ সারিয়া গেল, কিন্তু ঔষধসেবন-জনিত রোগ সারিল না।

হানিমান যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, (১৭৮৬ খ্রীঃ) তখন তিনি 'আর্সেনিক বিষের দোষঘ্ন স্থিরীকরণার্থ বহুবিধ চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর কৃতকার্য্য হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার পর এলোপ্যাথিক্ ডাক্তারেরা অনেক অনুসন্ধানের পর আজ কয়েক বৎসর হইল, হানিমানের আবিষ্কৃত দোষঘ্ন

ঔষধটিকেই প্রকৃত আর্সেনিক-দোষঘ্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হানিমান ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে "উপদংশ" শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে হিপার সল্‌ফরকেই পারদের রাসায়নিক দোষঘ্ন বলিয়াছিলেন, তার পর কয়েক বর্ষ পরে ঐ হিপার সল্‌ফরকেই "ডায়নামিক দোষঘ্ন" বা দৈহিক ক্রিয়াজ-দোষঘ্ন বলিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পর, হানিমান দোষঘ্ন ঔষধগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন; প্রথমতঃ (ক) ক্ষতিজনক পদার্থকে দূরীকরণ (ভেদ বমন প্রভৃতির দ্বারা); (খ) আবৃত করণ (Enveloping); যেমন কয়েক খণ্ড গ্ল্যাস গলাধঃকরণ করিলে মেদ বা চর্ব্বি (Fuet) ব্যবহার। (গ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া—যেমন হিপার সল্‌ফর দ্বারা পারদদোষ-নিবারণ; (ঘ) চালিত শক্তি বা (Dyanamic) দৈহিক প্রক্রিয়া দ্বারা—যেমন কফি ব্যবহার দ্বারা অহিফেনের দোষ নিবারণ করা ইত্যাদি (See Lesser writings—page 374)।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রণালীতে আমরা হোমিওপ্যাথিক মতের দোষঘ্ন ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারি। হানিমান তাঁহার 'অর্গ্যানন্' গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "যদি আমরা কোনও পীড়াতে একটি অপ্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকি, এবং ঐ ঔষধের কোন গুণ না হইয়া, অধিকন্তু কতকগুলি নূতন লক্ষণ প্রকাশ (সেই ঔষধের) পায়, তবে আমরা সেই রোগীর উপস্থিত সমস্ত লক্ষণ গ্রহণ করতঃ সদৃশমতে উহার প্রকৃত ঔষধ বা দোষঘ্ন ঔষধ নির্ব্বাচন করিব" হানিমান কয়েক স্থলে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। একটি ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য অনুসারে অন্য আর একটি ঔষধের দোষঘ্ন ঔষধ স্থির করিতে হইবে।

ডাক্তার ট্রিংক্সের (Dr. Trinks) মতে সদৃশ-নিয়মেই হোমিও-প্যাথিক ঔষধের দোষঘ্ন ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

এক্ষণে যে নিয়ম বলা হইল,ঐ নিয়মেই সর্ব্বদা দোষঘ্ন ঔষধ স্থির করা হইত, কিন্তু অবশেষে হানিমান বিসদৃশ লক্ষণযুক্ত ঔষধকেও দোষঘ্ন ঔষধ বলিয়া গিয়াছেন। যেমন, ক্যাম্ফর হোমিওপ্যাথিক্ অনেক ঔষধের দোষঘ্ন, কিন্তু উহা কি সকল ঔষধের সদৃশগুণবিশিষ্ট? বেলাডনা হইতে উদ্ভূত নারাঙ্গার ন্যায় স্ফীতি, হিপার সল্‌ফরে সত্বর নিরাময় হয়। বেলাডনা হইতে উৎপন্ন পক্ষাঘাত সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অহিফেন দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে; অল্প সুরা-ব্যবহার আবার মদ্যপান-জনিত মত্ততা নিবারণ করে; এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, হানিমান কেবল পরীক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা "দোষঘ্ন ঔষধ" স্থির করিতেন। তিনি অনেক সময়ে মেস্‌মেরিজম্ ও ক্যাম্ফর দ্বারাই বহুবিধ আশু বিপদাপন্ন রোগীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারেই সেই সকল রোগীর সেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, এ কথা যেন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই মনে রাখেন।

ডাক্তার ডজিয়ানের মতে, বিন্দু মাত্রা পরিমাণের ঔষধের উগ্রবীর্য্য ধ্বংসকরণার্থ দোষঘ্ন ঔষধের প্রয়োজন করে না। তবে যাঁহারা অতিশয় ভীরু চিকিৎসক, তাঁহারা সর্ব্বদাই দোষঘ্ন ঔষধ বলিয়া চীৎকার করেন। আমরা বহুদর্শন দ্বারা ও উৎকৃষ্ট পুস্তকাদির সাহায্যে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে, কোন কোন স্থলে দোষঘ্ন ঔষধের বড়ই আবশ্যক হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারে কোন বৃদ্ধি-লক্ষণ

প্রকাশ পাইলে সেই ঔষধের আর এক মাত্রা সেবন করান বিধি যুক্তিসঙ্গত কি না (A fresh dose of a medicine is its best antidotes.) ইহা বড়ই তর্কপূর্ণ। এই নিয়মটি আধুনিক হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক সকল ভয়ে প্রচলিত করেন না।

ইতিপূর্ব্বে যে কর্পূর প্রভৃতি দোষঘ্ন ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা কোন একটি ঔষধের বিপর্য্যয়-ক্রিয়া প্রকাশিত হইলে ব্যবহৃত হয়; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, উহারা তবে কি প্রণালীতে দোষঘ্ন ঔষধরূপে বিবিধ উপকার সাধন করিতেছে? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, কর্পূরাদি বীর্য্যবান্ ঔষধ শরীরাভ্যন্তরে নীত হইলে, বিবিধ স্নায়ুক্ষেত্রে একটি প্রবলতর অথচ ক্ষণস্থায়ী দৈহিক ক্রিয়া (কার্য্য) উৎপন্ন করে, যদ্দ্বারা ইতিপূর্ব্বে ব্যবহৃত ঔষধের কার্য্য বিদূরিত হয়; আবার সেই নূতন ঔষধের ক্রিয়াটি ক্ষণস্থায়ী হওয়াতে ঔষধের উগ্রতা ও আধিক্যবশতঃ জীবনীশক্তি অনবরত চেষ্টা করে যে, কিসে সে প্রকৃতি বা স্বাস্থ্যলাভ করিবে, এই কারণেই প্রতিক্রিয়া-বলে নূতন প্রক্রিয়াটি ক্ষণস্থায়ী হওয়াতে, স্নায়ুমণ্ডল শীঘ্রই তাহাদের পূর্ব্ব সাম্যাবস্থা স্বাস্থ্য লাভ করে। ইহাকেই ইংরাজীতে Dynamic Neutralization কহে।

উপরোক্ত মত সকল সমালোচনা দ্বারা জানা গেল যে, দোষঘ্ন ঔষধ স্থির করিবার জন্য কেহই একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিতে বলেন নাই; এই জন্যই আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন "মেটেরিয়া মেডিকাতে" একই ঔষধের বিভিন্ন বিভিন্ন দোষঘ্ন ঔষধ উল্লিখিত দেখিতে পাই। বহুদর্শন দ্বারা এ নিয়ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন না করিলে, অথবা উৎকৃষ্ট পরীক্ষক দ্বারা সুস্থ দেহে

উহা পরীক্ষিত না হইলে, দোষঘ্ন ঔষধের উপর সমধিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমরা এ কথা বলি না যে, কোন ঔষধেরই দোষঘ্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই; পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অধিকাংশ ঔষধের দোষঘ্ন ঔষধ স্থিরীকৃত হইয়াছে; তবে তর্ক-স্থলে আমরা "সদৃশবিধির" ন্যায় ভরসার সহিত প্রতিযোগীদিগকে একবাক্যে উহাদের নিশ্চয়তার বিষয় অবধারণ করাইতে পারি না। হোমিওপ্যাথির এই ব্যাল্যাবস্থায় একেবারেই এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা-আশা করা যায় না;—ক্রমে ক্রমে যে,এই সকল অঙ্গ সম্পূর্ণত্বলাভ করিবে,তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ জানিয়া রাখুন, 'দোষঘ্ন ঔষধ ইহাকে বলে, এইরূপ করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ নির্ব্বা-চন করিতে হয়,এই এই বিষয়ে হোমিওপ্যাথির অভাব আছে।' তাঁহারা যেন অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত নিজ নিজ পুস্তকের কথাকে একেবারে শিব-বাক্য মনে না করেন। পুস্তকে লিখিত আছে, সুতরাং একথা অকাট্য, অমুক সাহেবের মতে ইপিক্যাক্ আর্সে-নিকের দোষঘ্ন, অতএব এই কথা নিশ্চয়ই নির্ভুল, এরূপ নিশ্চিন্ত ধারণা না থাকে। এই জন্যই আমরা "থিওরি—থিওরি" করিয়া এত চীৎকার করি; অগ্রে বিষয়টি ভাল করিয়া না বুঝিয়া উহাতে হস্তপ্রদান করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। যাহা লইয়া দিবারাত্রি কাজ, যাহা লইয়া মহামূল্য মানব-জীবনের উপর পরীক্ষা, এবম্বিধ শাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস থাকা বড়ই দুঃখের বিষয়! সত্য বটে, কার্য্যতঃ দর্শন দ্বারাই হোমিওপ্যাথি দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে ও হইবে, কিন্তু ইহার ভিত্তিকে বদ্ধমূল করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নিতান্ত প্রয়োজন।

ঔষধ-মিশ্রণ-প্রথা।

(COMPLEX PRESCRIPTIONS.)

এক সময়ে একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগ—ইহাও হোমিওপ্যাথির একটি মূল সত্য। দুই, তিন বা ততোধিক ঔষধের মিশ্রণে শরীরাভ্যন্তরে যে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, উহা যখন এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষিত হয় নাই, তখন একটিমাত্র ঔষধ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কোন কোন হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক এই মিশ্রণ-প্রথার পক্ষপাতী; কিন্তু রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত পদার্থের গুণ এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যে অনেক সময় প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ জ্ঞাত হইয়াও মিশ্রিত ঔষধের প্রকৃত গুণ নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া উঠে। *

মহাত্মা হানিমান এই সংযুক্ত-ঔষধ-প্রয়োগপ্রথাকে এক সময়ে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া হাতুড়িয়া চিকিৎসা বলিয়া উপহাস

---

* এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে যে মিশ্রণ-প্রথা সমধিক প্রচলিত এ কথা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। আমরা উক্ত মিশ্রণপ্রথার যথারীতি সমালোচনার পূর্ব্বে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে,এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও অনেক সময়ে মিশ্রণ-প্রথার বিপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার পেরেরা বলিয়াছেন—"The properties of bodies are so completely altered by chemical combination, that it is in most cases difficult to form a correct opinion as to the action of the *compound medicine*, merely by knowing the nature and proportion of its constituent parts."

করিতেন*। কিন্তু ইদানীন্তন কতিপয় বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এই প্রথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। সুইডেননিবাসী ডাক্তার লেড্‌বিক বলেন যে, যেখানে দুইটি ঔষধের লক্ষণ সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে তাহাদিগকে সংযোগ করা যাইতে পারে; যেমন মৃৎপাণ্ডু (chlorosis) পীড়ার সঙ্গে ফুস্‌ফুসের বিকৃতি থাকিলে "ফেরম্" ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সেই রোগীর চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকিলে "সল্‌ফর" ঔষধের সহিত ঐক্য হয়; এরূপ স্থলে এই দুইটি ঔষধের রাসায়নিক সংযোগ (Chemical combination) "সল্‌ফিউরেট্ অব্ আয়রন্" ব্যবস্থা প্রয়োগ করা বড়ই সুবিধাজনক। ডাক্তার লেড বিক্ এই মত প্রচার করিয়া মনে করিয়াছিলেন, কেবল তিনিই ইহা আবিষ্কৃত করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার এজিডি এ বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করেন।

ডাক্তার এজিডির মতে কোন কোন স্থলে সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।—এরূপ বহুবিধ পীড়া দেখা যায় যে, কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তাহার সুফল ফলিল না; অবশেষে কেবল খনিজ জল (Mineral Water) ব্যবহারে সেই পীড়া সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গেল। তারপর, যদি সেই জল রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা পরিদর্শন করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে,ঐ জলে বহুবিধ ঔষধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু বিদ্যমান থাকে। এই বিষয় মনে রাখিয়া (এবং সদৃশবিধির কথা না

---

* "Quackery, he exclaims, always goes hand in hand with complex mixtures (ordinary scientific hotch—potch system!)" —See Lesser writings, page 618.

ভুলিয়া) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বচ্ছন্দে দুইটি ঔষধের মিশ্রণ করিতে পারেন। তিনি আরো বলেন যে, যেখানে একটি ঔষধে পীড়ার সমস্ত লক্ষণগুলি মিলে না, অর্থাৎ একটি ঔষধে কতকগুলি লক্ষণ মিলিল, বাকী কতকগুলি অন্য আর একটি ঔষধের সঙ্গে সদৃশভাব ধারণ করে, সেরূপ স্থলে দুইটি ঔষধ একত্রে দেওয়া যাইতে পারে। এজিডির মিশ্রণ ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ;—'প্রত্যেক ঔষধের (উচ্চক্রমের) কতকগুলি অণুবটিকা একটি জলপূর্ণ শিশিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ শিশিটি উত্তমরূপে সঞ্চালন করতঃ রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতে হয়।' তাঁহার মতে এরূপ দুইটি ঔষধের সংযোগ করা অন্যায় যাহারা পরস্পর দোষঘ্নরূপে কার্য্য করে। এইরূপ যুক্তি অনুসারেই তো "হিপার সল্‌ফর" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজিডির এই প্রস্তাবে জার্ম্মণিতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ক্রমে ক্রমে তদানীন্তন ডাক্তারেরা ঐ মত সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার স্ক্রন্ (*Schron*) ইহার বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে ঐরূপ সংযুক্ত-ঔষধ-ব্যবহার হোমিও-প্যাথির মূল সত্যের অনুমোদিত নহে। তিনি বলেন, "যদি গৌণ ক্রিয়াদির সাহায্যার্থ কোন চিকিৎসক ঐরূপ ব্যব-হার করেন, তবে তিনি ভৈষজ্যতত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন নাই। যদি আমরা রোগনির্দ্দেশক মুখ্য লক্ষণ দ্বারা (Pathognomonic primary symptoms) ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকি; তাহা হইলে আর তাহার দ্বিতীয় বা গৌণ লক্ষণ জন্য অন্য আর একটি ঔষধ অন্বেষণ করিতে হয় না (সেইগুলি আপনআপনি আসিয়া পড়ে); আবার দুইটি সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ

যদি এই ভাবে দেওয়া হয় যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিবে, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যায় যে, হোমিওপ্যাথিকমতে উহার আবশ্যক নাই, যেহেতু সেই একটি ঔষধের দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইতে পারে; কেবল শক্তির ইতরবিশেষ করিয়া দিতে হয়। তবে এরূপ স্থলে দুইটি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যেখানে সেই মিশ্রিত ঔষধটি সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইয়াছে।"

ডাক্তার মোলিন (Dr. Molin) এই শেষোক্ত যুক্তির অনুপোষক হইয়া সুস্থ শরীরে মিশ্রণ ঔষধ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি "নক্স্ভমিকা" ও 'সল্ফর" এবং "একোনাইট" ও বেলাডনা" প্রভৃতি মিশ্রণ ঔষধ,সুস্থ ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, "এরূপ পরীক্ষা দ্বারা উভয় ঔষধের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ডাক্তার ডজিয়ান্ এই পরীক্ষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি বলেন, যদি "দোষঘ্ন ঔষধ-তত্ত্ব" ঠিক হয়, তবে নক্স্ভমিকা, সল্ফরের দোষঘ্ন এবং একোনাইট, বেলাডনার দোষঘ্ন হওয়ায় ঐ মিশ্রণ দ্বারা সুস্থ শরীরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া উচত ছিল না।"*

ডজিয়ান্ যে কেন এরূপ কথা বলিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না; দোষঘ্ন ঔষধ বলিলে তো ঐরূপ বুঝা যায় না। বিশেষতঃ দোষঘ্ন ঔষধনির্ব্বাচনপ্রণালীও সদৃশমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ডাক্তার গ্রিসেলিক্ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে

---

* "If there be any truth in the doctrine of antidotes, the results should have nothing at all; for *nux* we are told is the antidote of sulphur."—See—Dudgeon's Lecture, XVII. *On mixing medicine. p. 490.*

পারিলেন না; তিনি প্রথমতঃ প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত সংযুক্ত ঔষধ পরীক্ষা করা বড় আবশ্যক হইয়াছে; তার পর তিনি স্বয়ং কয়েকটি ক্ষেত্রে উহা পরীক্ষা করিলেন (পরীক্ষা-কার্য্য অণু-বটিকার দ্বারাই হইয়াছিল); কিন্তু সফলকাম না হইয়া ঐ মতকে ভ্রান্ত মত বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

ডাক্তার হ্যাণ্ড্স্ (Dr. Hands) তাঁহার "এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতের তুলনা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,"এক সময়ে একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত; কেন না, আমরা শারীরবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে পারি যে, এক সময়ে একাধিক প্রকার যাতনা শরীরে থাকিতে পারে না; একটি অপরটিকে বিদূরিত করে। আবার ইহা দার্শনিকগণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চক্ষুঃ এক সময়ে একটিমাত্র দ্রব্য দর্শন করে, মন এক সময়ে কেবল একটি মাত্র বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হয়; এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শারীরিক ক্রিয়াদিও এই নিয়মে হইলে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়; সুতরাং এক সময়ে একটি মাত্র ঔষধ প্রযোজ্য।"

"যাঁহারা 'মেস্‌মেরিজম্' (Mesmerism) বা মহাবিদ্যা-বিষয়ক প্রক্রিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, মিশ্রণ-প্রথা তাঁহাদের মতের বিরোধী নহে। কোন ব্যক্তির যদি শিরঃপীড়া হয়, এবং ঐ শিরঃপীড়ার বেদনা দুই রগে বা সম্মুখমস্তকে বিস্তৃত হইয়া থাকে, তবে এক জন 'মেস্‌মেরিজম্'-বিদ্যাপারদর্শী প্রথমতঃ দক্ষিণ দিকে হস্তসঞ্চালন বা পাস্ (Pass) দিলে ঐ দিকের বেদনা বিদূরিত হয়; তার পর আবার বাম দিকে ঐরূপ প্রক্রিয়া করিলে, বামদিকের বেদনাও বিদূরিত

হইয়া থাকে; কিন্তু উভয় হস্ত দ্বারা একত্রে যদি এক সময়ে সংযুক্ত পাস দেওয়া যায়, তবে এক সময়েই উভয় রগের বেদনা বিদূরিত হয়। এ বিষয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। সংযুক্ত ঔষধও ঠিক্ এই নিয়মে কার্য্য করে।"

মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বেথুন্ সোসাইটিতে "হানিমানের জীবনী ও চিকিৎসারাজ্যে (ইতিহাসে) তাঁহার স্থান" শীর্ষক বক্তৃতায় এক স্থলে বলিয়াছেন,—"হানিমান কেনিস্‌শ্লুটারে অবস্থিতিকালে একটিমাত্র ঔষধপ্রয়োগবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হয়েন। (হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসার অগ্রেও তাঁহার মনে এ কথা উদিত হইয়াছিল!) এই সময়ে তিনি ঔষধবিক্রেতাদিগের সাহায্য না লইয়া নিজে নিজে ঔষধ দিতে থাকেন। এপথি-কারীরা (ঔষধবিক্রয়ীরা) মনে করিল যে, তাঁহার এই প্রথা যদি দিন দিন প্রচলিত হয়, তবে তাহাদের অন্ন মারা পড়িবে। তদা-নীন্তন ডাক্তারগণের উত্তেজনায় ঔষধবিক্রয়ীরা রাজদ্বারে হানি-মানের নামে অভিযোগ করিল। হানিমান এই সময়ে বহুবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া বুঝাইলেন যে, ঔষধ-ব্যবসায়ীরা তো ডাক্তারগণের অনুগ্রহের পাত্র মাত্র। ডাক্তারেরা নিজে ঔষধ প্রস্তুত না করিয়া উহাদের হস্তে সমর্পণ করেন; প্রত্যেক ব্যক্তি (বিশেষতঃ ডাক্তারেরা) নিজে নিজে ঔষধ দিতে বিশেষ সমর্থ। কিন্তু এই সকল যুক্তিপ্রদর্শন বৃথা হইল; হানিমান পরাজিত হইলেন। একমাত্র স্বার্থ, ন্যায়পরতা-মস্তকে পদাঘাত করিল। রাজপীড়নে নিপীড়িত হানিমান সে স্থান

পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সত্যের অবমাননা করিলেন না।" *

আবার কতকগুলি চিকিৎসক বলেন, এক সময়ে বাহ্য প্রয়োগের জন্য একটি ঔষধ এবং আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য আর একটি বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করা কি এক প্রকার মিশ্রণ-প্রথা নহে? আমরা ইহা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক চিকিৎসক আর্ণিকা বাহ্য-প্রয়োগ এবং একোনাইট আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে দিয়া থাকেন। ডাক্তার রোক্স্ এবং প্যান্থিন্ পেরিস্ নগরের সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন (১৮৫১—১৮৫৩ খ্রীঃ) যে, একটি ঔষধের দুই বা ততোধিক ক্রম একত্রে মিশ্রণ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলে বড় সুবিধা হয়; রোগী উচ্চ ও নিম্ন উভয় ক্রমের ফল একবারে লাভ করিতে পারে। ডাক্তার গোয়ার্কি (Dr. Gauwerky) আবার এই মতের অনুমোদন করেন। এই কথাটি বাস্তবিক নিতান্ত নূতন!

ডাক্তার ডজিয়ান্ বলেন, "যে প্রকারের মিশ্রণ ঔষধ হউক না কেন, আমার মতে উহা হানিমানের হোমিওপ্যাথির অনুমোদিত নহে। প্রত্যেক পদার্থের গুণ যে মিশ্রিত পদার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, এ কথার প্রমাণ আমরা অদ্যাপি পাই নাই। মোলিনের মতানুযায়ী ঔষধ সকল সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত না হইলে পীড়িত শরীরে প্রয়োগ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমি জানি আমাকে এক জন হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক বলেন যে,

---

* হ্যানিমান যে সে ঔষধ মিশ্রণের বড়ই বিপক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু সদৃশবিধিমতে দুইটি ঔষধ মিশ্রণে তিনি যে, ততো আপত্তি করেন নাই এ কথা পরে লিখিত হইল।

তিনি তাঁহার প্রত্যেক রোগীকে একাধিক ঔষধ সংযোগ করিয়া ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। তাঁহার যুক্তি এই—"যে ঔষধটি সেই রোগের প্রকৃত ঔষধ (যদি উহা ঐ মিশ্রণ ঔষধে বর্ত্তমান থাকে) উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, অন্যগুলির ক্রিয়া হইবে না। রোগ ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় ঐরূপ হইতে পারে, ইহাই তাঁহার ধারণা। এই-রূপ চিকিৎসা করা অপেক্ষা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত ঔষধ আছে, উহাদের একটি মিশ্রণ করিয়া রাখিলে ভাল হইত; কেন না যাহার যে পীড়া হউক, সেই সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক (*Omnibus*) মিক্শ্চার দ্বারা নিশ্চয়ই (তাঁহার মতানুসারে) আরোগ্যলাভ করিত।" এইরূপ সমালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, সুস্থ শরীরে ঐ সকল ঔষধ পরীক্ষা ব্যতীত কেহই মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন নাই।

এক জন বিখ্যাত উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার লুট্জি (Dr. Lutze) এই মিশ্রণ ঔষধের বড়ই পক্ষপাতী; তাঁহার যুক্তি নিম্নে প্রকটিত হইল; তিনি পুরাতন ব্যাধিতে দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ঐরূপ মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ঔষধের তিন চারিটি অণুবটিকা কিয়ৎপরিমাণ জলে দিয়া, তাহার এক এক মাত্রা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ব্যবহার করান যাইতে পারে। চর্ম্মরোগের সহিত অতিশয় দৌর্ব্বল্য থাকিলে 'চায়না' ও "সল্ফর" একত্রে প্রয়োগ করা যায়*। কিন্তু এইরূপ

* বিখ্যাত ডাক্তার বি, এল্, ভাদুড়ি মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ ঔষধ ঐরূপ ব্যবহারে ফল পান নাই।

সংযোগ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ঐ দুইটি ঔষধ প্রত্যেকেই ঐ পীড়ার সদৃশ কি না। এই মিশ্রণ-প্রথা প্রথমে প্রুসিয়ার রাজকুমারী ফ্রেডেরিকার তদানীন্তন চিকিৎসক ডাক্তার জুলিয়স্ এজিডি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই নূতন কথা মহাত্মা হানিমানকে অবগত করান। হানিমান সে কথা উপেক্ষা করেন নাই; অধিকন্তু আদরের সহিত উহা গ্রহণ করেন; কিন্তু তদানীন্তন সত্যের আলোপ-কারীদিগের নিকট উহা অপ্রকাশ রাখিলেন। অন্য দিকে উদ্ভাবনকারী এজিডি কতকগুলি প্রতিযোগী দ্বারা নিতান্ত নিন্দিত ও উপহসিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা হানিমান ডাক্তার এজিডিকে সেই পত্রের প্রতি-উত্তর নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করেন;—

"প্রিয় বন্ধু ও সহযোগী (এজিডি),

ভাবিও না যে, আমি কুসংস্কারবশতঃ কিম্বা আমার যুক্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া কোন সত্যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি। কেবল সত্যই আমার আদরণীয়; এবং বুঝিয়াছি, তুমিও উহার জন্য যত্ন কর। এরূপ চিন্তা যে, তোমার মনে উদিত হই-য়াছে এবং উপযুক্ত স্থলে পরীক্ষা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি সুখী হইয়াছি। কেবল সেইরূপ স্থলে অতি উচ্চক্রমের দুইটি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত, যেখানে প্রত্যেক ঔষধটি পীড়ার সদৃশ লক্ষণ উৎপাদনে সমর্থ। এরূপ প্রক্রিয়া আমাদের শাস্ত্রের পক্ষে ফল-প্রদ; এবং ইহাতে অমত প্রকাশ করা উচিত নহে। আমি সুযোগ পাইলে সর্ব্বপ্রথম ইহার পরীক্ষা করিব এবং ভরসা হইতেছে যে, কৃতকার্য্য হইব। বনিংহসেন্ এই বিষয়ে অনু-

মোদন করিয়াছেন শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আমরা যখন "হিপার সল্‌ফর্" প্রয়োগ করি, তখনি বুঝিতে হইবে যে, দুইটি ঔষধ (ক্যাল্‌কেরিয়া ও সল্‌ফর্) এক সময়ে ব্যবহার করা হয়।*

অর্গ্যানন্ গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে আপনার এই উদ্ভাবন সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে অনুমতি দিবেন। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা না হয়—(অর্গ্যানন্ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে) তত দিন সাধারণ্যে এ কথা প্রকাশ করিবেন না। ডাক্তার জারকে এ বিষয় জ্ঞাত করিবেন,আমি তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করি। অবশেষে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন, যে সে ঔষধ একত্রিত করা না হয়।

১৮৩৩ খ্রীঃ, ১৫ই মে। তোমাদের—

সাঃ হানিমান।"

ইহার পর আর একখানি পত্রে লিখিত আছে, "আমি তোমার মিশ্রণ ঔষধের কথা বিভিন্ন একটি প্যারাগ্রাফে লিখিয়াছি। আর্ণল্‌ডকে ঐ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি এবং শীঘ্র শীঘ্র মুদ্রিত করিতে বলিয়াছি।" মহাত্মা হানিমানের এই কথা তাঁহার অর্গ্যানন্ গ্রন্থে প্রকাশিত না হইবার কারণ স্পষ্টতঃ বুঝা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, "হানিমানকে তদানীন্তন হোমিওপ্যাথিক সহযোগীরা এ কথা প্রকাশ করিতে দেন নাই। বলা বাহুল্য, তাঁহারা উক্ত মিশ্রণ-প্রথাব বিপক্ষমতাবলম্বী ছিলেন। মানবসমাজের হিতোদ্দেশে এরূপ করিয়া সত্যের

* Sulphur and Mercurius are given in combination, when Cinnabaris is administered.

অপহরণ করা ভাল হয় নাই। সত্যের জ্যোতিঃ কখনই আবৃত থাকিবার নহে।

এই মিশ্রণ-প্রথা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ন্যায় নহে। এলোপ্যাথিক-মতে যে সে ঔষধ (রাসায়নিক সম্মিলনে বিষ না হইলেই হইল) একত্র করা যায়—কোন নিয়ম নাই; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক-মতে তাহা নহে। ইহাও সদৃশমতে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে কেবল দুইটি সমগুণবিশিষ্ট ঔষধকে একত্র করা যায়। অধিকন্তু দুইটি রূঢ় পদার্থের সম্মিলনকে এলোপ্যাথেরা মিক্শ্চার্ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুইটি শক্তিবিশিষ্ট পদার্থের সম্মিলন করি, তাহাতে পদার্থ থাকে না, কেবল তেজ বা শক্তি (Spiritual power) অবস্থিতি করে। যে তেজ বা শক্তিসম্পন্ন ঔষধ দ্বারা সহস্র সহস্র রোগী রোগের দারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে।"

ডাক্তার লুটজি ইহার পর অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বিবিধ পীড়ায় একোনাইট ও বেলাডনা, ওপিয়ম্ ও আর্ণিকা, পল্‌সেটিলা ও চায়না, নক্সভমিকা ও সল্‌ফর্, ইপিকাক্ ও সল্‌ফর্, আর্ণিকা ও রস্‌টক্স্, ক্যামোমিলা ও চায়না, হিপার সল্‌ফর্ ও চায়না, একোনাইট ও সল্‌ফর্, থুজা ও মার্কিউরিয়াস্ ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তিনি ঔষধ-ব্যবস্থা লিখন (Prescription) সময়ে নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা দুইটি ঔষধের মিশ্রণ বুঝাইতেন।

"একোনাইট $\overset{+}{\smile}$ বেলাডনা" এইরূপ চিহ্ন থাকিলে দুইটি ঔষধের মিশ্রণ বুঝিতে হইত।

এইরূপ বহুবিধ চিকিৎসকের অভিমত সমালোচনা দ্বারা

জানা গেল যে, মিশ্রণপ্রথার যুক্তি একবারে হাস্যজনক নহে। তবে যেখানে চিকিৎসক সহজে একটি ঔষধ দ্বারা রোগ নিরাকৃত করিতে পারেন, সেখানে এই মিশ্রণ-ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক নাই। যে ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হয় নাই, উহা ব্যবস্থা করা কাহারও মতেই অনুমোদিত নহে। মহাত্মা হানিমানের "অর্গ্যানন্" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে আমরা এই মিশ্রণ-প্রথার বিরুদ্ধমত দেখিতে পাইতেছি; তবে এজিডির পত্রে তাহার কারণ বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। আজ কয়েক বর্ষ হইল, মহাত্মা হেরিং এক প্রকার সংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি "ক্যাল্‌কেরিয়া, আর্সেনিক" দ্বারা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছিলেন। (বাস্তবিক পক্ষে এই ঔষধটি সংযুক্ত-ঔষধ নহে ;) প্রথমে তিনি এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করেন। আজ কাল এই ঔষধ পুরাতন বিষমজ্বর, প্লীহা ও যকৃতের বিবর্দ্ধন প্রভৃতি পুরাতন রোগে ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বিহারি-লাল ভাদুড়ী ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহোদয়দ্বয় এই ঔষধ দ্বারা বহুতর রোগীকে নীরোগ করিতেছেন। আমরাও ইহার কার্য্যকারিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে,যত দিন এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত না হইতেছে, তত দিন আমরা এই মিশ্রণ-প্রথার উপর সম্পূর্ণ-রূপে আস্থা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না ; এবং এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এলোপ্যাথিক মিক্‌শ্চার ও হোমিও-প্যাথিক উক্ত প্রকারের ঔষধদ্বয়ের মিশ্রণ স্বর্গ-মর্ত্ত্যপ্রভেদ ; অধিকন্তু সুস্থ শরীরে পরীক্ষাই হোমিওপ্যাথির মূল সত্য।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী

ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা।

পরীক্ষা বা কার্য্যতঃ পরিদর্শন দ্বারাই সত্যের আবিষ্কার হয়, এবং পরীক্ষা দ্বারাই সত্যের বিচার হইয়া থাকে। সত্য উদ্ভাবন জন্য পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যই হানিমান কার্য্যতঃ দর্শন ব্যতীত কোন সত্যে আস্থা প্রকাশ করিতেন না। তিনি পরীক্ষা-সোপান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সত্যের উচ্চ স্থানে পদার্পণ করিতে ভালবাসিতেন। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার ক্রমোন্নতির কথা পূর্ব্বে বলিয়া, তার পর শেষ মত ব্যক্ত পূর্ব্বক তৎপরবর্ত্তী সমালোচকগণের মত সমালোচনা করিতেছি। হানিমানের মতপরিবর্ত্তন দেখিলে সত্যের আবিষ্কার পথ স্পষ্টতর বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়াই আমরা উহাদের কথা উল্লেখ করিলাম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে প্রথমতঃ হানিমানের মত সন্নিবেশিত করিয়া পরে পরবর্ত্তী চিকিৎসকদিগের মত সংগ্রহ করা গেল। তিনি আরক্ত-জ্বর-চিকিৎসাকালেই কেবল ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালীর বিভিন্নতা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এত দিন লোকে জানিত যে, তিনি পুরাতন চিকিৎসা-প্রণালীর ন্যায় ঔষধ প্রস্তুত করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ কথা তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় মনুষ্য জানিতে পারে নাই। এই বর্ষে "আরক্ত-জ্বর" নামক প্রবন্ধে ঔষধপ্রস্তুত-

প্রণালী বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইল; ঔষধরূপে ব্যবহারার্থ তিনি বেলাডনা-ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালীর এরূপ নিয়ম করিলেন;—"যখন ফুল না ফুটে, তখন এক মুষ্টি বেলাডনার পাতা লইয়া হামানদিস্তায় থেঁতো করিয়া কাপড় দ্বারা উহার রস ছাঁকিয়া লইতে হইবে; তার পর উক্ত রস পাতলা করিয়া পর্সিলেন প্লেটের উপর (আমসত্বের ন্যায়) শুকাইতে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহা বেস্ শুষ্ক হইয়া যায়; দুই এক বার বেস্ রগড়িয়া শুষ্ক করিলে উহা চূর্ণাকারে পরিণত করা যাইতে পারে। ঔষধপ্রস্তুতের জন্য এই পাউডার বা চূর্ণের এক গ্রেণ্ প্রথমতঃ ১ শত বিন্দু ডাইলিউটেড্ এল্কোহলে (সজল সুরা) মিশ্রিত করিতে হয়, তার পর ইহার এক বিন্দু আবার ৩০০ বিন্দু সজল সুরায় মিশ্রিত করিতে হইবে, পুনরায় ইহার এক বিন্দু ৩০০ বিন্দু সজল সুরায় মিশ্রণ করতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রত্যেক মিশ্রণটি, এক মিনিট কাল সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য।" বেলাডনা ঔষধ প্রস্তুত করিতে এই কথা বলিয়া অন্যান্য ঔষধের সময় এই নিয়ম রাখিলেন না। "ওপিয়ম" ব্যবহারে এই নিয়ম করিলেন; এক ভাগ অহিফেনের সহিত বিশ ভাগ মৃদুবীর্য্য সুরা মিশ্রিত করতঃ এক সপ্তাহ কাল স্থিরভাবে রাখিতে হইবে; তার পর এই অরিষ্টের এক বিন্দু ৫০০ বিন্দু সজল সুরার সহিত মিশাইয়া পুনরায় এই নূতন অরিষ্টের এক বিন্দু লইয়া আবার ৫০০ বিন্দু সজল সুরায় মিশ্রিত করিতে হয়।" এইরূপ বহুবিধ ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালীর বিভিন্নতা ও বিশৃঙ্খলতা থাকা বড়ই অসুবিধাকর বলিয়া তিনি তাঁহার "অর্গ্যানন্" গ্রন্থের শেষ সংস্করণে ইহাদের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার সেই শেষ

মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করতঃ উহার সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

যে সকল বৃক্ষাদি টাট্‌কা পাওয়া যায় তাহাদের রস নিষ্কাসিত করিয়া মৃদুবীর্য্য সুরাসারে মিশ্রিত করতঃ উত্তম কর্ক দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ রাখিতে হইবে ; ২৪ ঘণ্টাকাল ঐ অরিষ্ট স্থিরভাবে রাখিয়া উহার উপর থিতান ভাগটি বোতল হইতে ঢালিয়া লইতে হয়। যে সকল উদ্ভিদে লালা বা শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ অধিক (যেমন সিস্ফাইটম্ ও ইথিউজা), তাহাতে দ্বিগুণ পরিমাণে সুরা মিশ্রিত করিতে হয়। যে সকল উদ্ভিদ সরস নহে (লেডম্, স্যাবাইনা), উহাদিগকে প্রথমতঃ চূর্ণ করতঃ পরে দ্বিগুণ পরিমাণ সুরা মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মূল অরিষ্টের ২ বিন্দু, ৯৮ বিন্দু সুরায় মিশ্রিত করিয়া ২ বার সঞ্চালন করিলে ১ম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ম শততমিক ক্রমের এক বিন্দু লইয়া ৯৯ বিন্দু সুরায় ঐরূপ মিশ্রিত করিলে ২য় শততমিক ক্রম প্রস্তুত হইল। এইরূপে ৩০শ ক্রম প্রস্তুত হইলে উহা ব্যবহার করাই উচিত।

অন্যান্য দ্রব্য (যেমন, ধাতব ও খনিজ পদার্থ, ফস্ফরস, জান্তব পদার্থ প্রভৃতি) নিম্নলিখিত নিয়মে তৃতীয় ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত করতঃ পরে তারল্যে পরিণত করা যায়। চূর্ণ ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম,—'এক গ্রেণ ঔষধের সঙ্গে ১০০ গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টাকাল পেষণ করিতে হইবে, তার পর ইহার এক গ্রেণ আবার ১০০ অংশ দুগ্ধশর্করার সহিত মিশ্রিত করিতে হয় ; এই নিয়মে তিন বারে তৃতীয় ক্রম প্রস্তুত করতঃ পরবর্ত্তী ক্রমগুলি তারল্যে পরিণত করা যায়। তৃতীয়

ক্রমের এক গ্রেণ, ৯৯ বিন্দু তরল বা সজল সুরায় (Diluted Alcohol) মিশ্রিত করিলে ৪র্থ ক্রম হয়; পরবর্ত্তী ক্রমগুলি সুরাবীর্য্য (Strong Alcohol) দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়।" এইরূপ বিধিবদ্ধ নিয়ম করণানন্তর হানিমান যে আর নিয়মভঙ্গ করেন নাই, এমত নহে। তিনি সিনা, নক্‌স্‌ভমিকা প্রভৃতি দুই একটি ঔষধ প্রস্তুত করণের সময় আপন নিয়ম হইতে আপনি বিচ্যুত হইয়াছেন।

তার পর কয়েক বৎসর পরে হানিমান কয়েকটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন; এবং ঔষধপ্রস্তুতকরণপ্রণালীতে এক নিয়ম প্রচলিত করিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন: পরীক্ষাই যাঁহার মূল সত্য, তাঁহার পক্ষে এরূপ বিষয়ে স্থিরমতি হওয়া অসম্ভব কার্যাতঃ যাঁহারা এ সত্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা হানিমানকে দোষ দিতে পারিবেন না। তাঁহার কোন বিষয়ে অন্ধবিশ্বাস ছিল না, তিনি কুসংস্কার বশতঃ সত্যকে অনাদর করিতেন না। তাঁহার নিজ প্রকাশিত নিয়মের অসত্যতা বা দোষ বুঝিতে পারিলেই অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ করিতেন। অল্পকাল পরেই নিম্নলিখিত মতসকল প্রকাশ করিলেন;—"কি তরল, কি কঠিন প্রত্যেক ভেষজ দুগ্ধশর্করা দ্বারা তৃতীয় ক্রম পর্য্যন্ত চূর্ণরূপে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রস্তুত করণে—ঔষধ একপ্রকার শক্তিসম্পন্ন হয়। ইহা তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস ছিল; এই কথা যে অযৌক্তিক নহে, তাহা আমরা "শক্তি-বিজ্ঞান" (Dynamization) প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছি। তিনি উক্ত রূপ ক্রম প্রস্তুত করিবার নিয়ম বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন;—

"ঔষধের এক গ্রেণ (ঔষধ তরলাকারবিশিষ্ট হইলে

'এক বিন্দু') একটি পর্সিলেনের মর্টারে এক শত গ্রেণের প্রথম তৃতীয়াংশ দুগ্ধশর্করায় মিশ্রণকরতঃ ৬ মিনিট কাল পেষ্টেল্ (Pestle) দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে এবং ৪ মিনিট কাল স্প্যাচি-উলা (Spatula) দ্বারা সেই চূর্ণগুলি মর্টারের গাত্র হইতে কাঁকিয়া লইবে। পুনর্ব্বার ঐ নিয়মে ছয় মিনিট কাল মর্দ্দন করতঃ চারি মিনিট ধরিয়া কাঁকিয়া লইবে। তার পর দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ দুগ্ধশর্করা উহাতে মিশ্রণ করিবে এবং পুনর্ব্বার উপরোক্ত নিয়মে দুই বার ছয় মিনিট কাল পেষণ করিবে, এবং দুই বার চারি মিনিট কাল কাঁকিয়া হইবে। তার পর; শেষ তৃতীয়াংশ দুগ্ধশর্করা উহাতে মিশ্রণ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মর্দ্দন করিবে ও কাঁকিয়া লইবে। এইরূপে প্রথম ক্রম প্রস্তুত হইল; এই প্রথম ক্রম চূর্ণ প্রস্তুত করিতে ঠিক এক ঘণ্টা কাল সময় লাগিল। দ্বিতীয় ক্রমের চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইলে, এই প্রথম ক্রমের চূর্ণের এক গ্রেণ পুনর্ব্বার ১০০ শত গ্রেণ দুগ্ধ-শর্করার সহিত পূর্ব্বোক্ত গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য নিয়মে সম্পন্ন করিবে; এইরূপে তৃতীয় ক্রম প্রস্তুত করতঃ অন্যান্য ক্রম তারল্য নিয়মে করা যায়।"

ঔষধ-প্রস্তুতকরণ বিষয়ে হানিমানের উপরোক্ত মত ছিল। কিন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকেরা প্রোক্ত নিয়মের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণের মত সমালোচনা করিতেছি।

ডাক্তার হেরিং এই বিষয়ে প্রথমে হস্তার্পণ করেন। তাঁহার মতে শতাংশ পরিমাণে দুগ্ধশর্করাদি ঔষধ গুণহীন দ্রব্যের সহিত ঔষধের একাংশ মাত্রা মিশ্রণ করতঃ এত কাল

পরীক্ষা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে একাংশ ঔষধের সহিত সহস্রাংশ ঔষধ গুণহীন দ্রব্য মিশ্রণ করতঃ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। এবং কিছুকাল পরে তিনি নানাবিধ সমানুপাতে প্রস্তুত ঔষধ পরীক্ষা করিয়া এইরূপে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন; ঔষধ-গুণ-দ্রব্যের পরিমাণ যত অধিক হয়, ঔষধের বীর্য্য বা কার্য্য তত মৃদু বা শান্তভাব ধারণ করে। শততমিক ক্রমের ঔষধ অপেক্ষা দশমিক ক্রমের ঔষধ অধিক উগ্রতর। আবার ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যে ঔষধ, একাংশ ঔষধ এবং সহস্রাংশ ঔষধ-গুণহীন দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, তাহার ষষ্ঠ ক্রমের ক্রিয়া অতিশয় মৃদু।

ডাক্তার হেরিং হানিমানের আর একটি প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার মতে ত্রিংশ শক্তির ঔষধ প্রস্তুত করিতে ত্রিশটি শিশির প্রয়োজন কি? অধিকন্তু, সুরা দ্বারা ডাইলিউশন না করিয়া জলের দ্বারাও উহা প্রস্তুত হইতে পারে। একটি শিশিতেই ত্রিংশ ক্রম প্রস্তুত করা যাইতে পারে;—যেমন, "একটি শিশিতে প্রথম ক্রম প্রস্তুত করিয়া উক্ত শিশির ঔষধটি ফেলিয়া দিলে প্রায় দুই এক বিন্দু অবশিষ্ট থাকে, উহাতে আবার যথারীতি জল ঢালিয়া দিয়া সঞ্চালন করিলে দ্বিতীয় শক্তি প্রস্তুত হইল; এইরূপে যত ইচ্ছা, তত শক্তি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।"* (See—Dudgeon's Lectures upon Homœopathy, page 527.) ডাক্তার হেরিং দশমিক ক্রমের ঔষধকে বড়ই ঘৃণা করিতেন।

---

* আমরা কলিকাতার কোন কোন চিকিৎসককে ঐরূপ ডাইলিউশন প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু আমাদের উহাতে বিশ্বাস হয় নাই। যে ঔষধ জলে

ইহার কিছুদিন পরেই, ডাক্তার ভেযেস্ মেয়ার, গ্রুণার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ দশমিক ক্রমের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই মত সাধারণ চিকিৎসকবৃন্দ কর্ত্তৃক তত আদৃত হইল না। ডাক্তার রমেল্ বলিয়াছেন যে, দুই বিন্দু ঔষধের সহিত ৯৯৮ বিন্দু ঔষধ-গুণহীন দ্রব্য (Vehiclc) মিশ্রণ করা কর্ত্তব্য। কেন না, এক বিন্দু ভ্রমক্রমে শিশিতে না পড়িতেও পারে, তাহা হইলে সমস্ত ঔষধটিই মাটী হইল; কিন্তু দুই বিন্দুতে প্রায় ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সে যাহা হউক, ঔষধ-প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রত্যেক চিকিৎসকের মতবিভিন্নতা সমালোচনা করিতে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

আমরা সংক্ষেপতঃ উহার সারতত্ত্বগুলি এ স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অধুনাতন অন্যান্য ভাষায় কতকগুলি ফার্ম্মাকোপিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের কার্য্যের ফল সমালোচনা করিলে জানা যায় যে, হানিমানের পরে কোন কোন বিষয় সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এল্‌কোহলের সহিত এসিড মিশ্রিত হইলে, প্রত্যেকের গুণের তারতম্য ঘটে,

---

দ্রবণীয় নহে, সেগুলি কিরূপে করা কর্ত্তব্য, ডাক্তার হেরিং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অধিকন্তু জলের দ্রবণীয় শক্তি তাদৃশ নাই, অর্থাৎ পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষ করিতে সুরাসার সমধিক সমর্থ। তবে কোন কোন দ্রব্য যাহারা সুরাসারে দ্রবণীয় নহে, তাহাদিগকে জলদ্বারা প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

এই নিমিত্ত উহার পরিবর্ত্তে প্রথম ক্রমের জন্য বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা হইয়া থাকে।*

কেহ কেহ (ডাক্তার মুর, ওয়েবার প্রভৃতি) আবার নক্স্‌-ভমিকা, ইগ্নেসিয়া প্রভৃতি চূর্ণ করিতে বহুপরিশ্রমসাধ্য মনে করিয়া এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। উহাতে চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অনায়াসে সম্পন্ন হইত। এক্ষণে সে সকল যন্ত্রকে বড় একটা কেহ ব্যবহার করেন না। ডাক্তার ম্যাডেন এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, উহা বড়ই সারগর্ভ; ইঁহার মতে ঔষধ প্রস্তুত করাই যুক্তিসঙ্গত। (See—British Journal of Homeopathy. Vol. V. page 353.) আমরা ঐ প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, প্রত্যেক হোমিওপাথ এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন;—

(১) পার্কোলেসন (Percolation) বা চাপপ্রদান দ্বারা প্রত্যেক টিংচার বা তারল্য প্রস্তুত করা আবশ্যক।

(২) প্রত্যেক মূলারিষ্ট (All mother-tinctures should be concentrated.) সমভাবাপন্ন হওয়া চাই।

(৩) টিংচার বা তারল্য প্রস্তুত করিতে ৯১০, ৮৫০, ৮৩০ এবং ৭৯০ শক্তির এল্‌কোহল ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক পদার্থের যথাযথ শক্তি-পরীক্ষা দ্বারাই সিদ্ধান্ত হয়।

(৪) মূলারিষ্টসকল সাবধানে রক্ষা করা উচিত; ডাইলিউশন বা ক্রম প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করান উচিত। অধিক দিনের প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করা ভাল নহে,

*See—Homeo. Pharmacopœia—published by Dr. G. Schmid.

এই জন্য অনেকটা করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত নহে। পুনঃ পুনঃ ঔষধের ডাইলিউশন করা কর্ত্তব্য।

(৫) যখন মূল পদার্থ এল্‌কোহল কিম্বা সজল সুরায় দ্রবণীয় হয় না, তখন জলদ্বারা ক্রম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(৬) যেসকল দ্রব্য জলে কিম্বা সুরাসারে দ্রবণীয় নহে, তাহাদের চূর্ণ প্রস্তুত করা উচিত। (আবার যেসকল দ্রব্য জলে কিম্বা সুরাসারে দ্রবণীয়, তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার প্রয়োজন করে না।)

(৭) এরূপ অনেক দ্রব্য আছে যে, তাহারা তৃতীয় ক্রমের চূর্ণের পর এল্‌কোহল বা সুরাসারে দ্রবণীয় হয়—কিন্তু অনেকে ঐ দ্রবণীয়তাকে সন্দেহ করেন; এবং তাঁহাদের মতে উহাদের ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত চূর্ণ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ম্যাডেনের মতে নিম্নলিখিত দ্রব্য চূর্ণাকারে ব্যবহার ও প্রস্তুত না করিলেও চলে;—

(ক) পার্থিব পদার্থ এবং ধাতুসকল, এসিটিক্ এসিড (In the form of Acetates) সহ সম্মিলিত করিয়া ব্যবহার করা যায়।

(খ) স্বর্ণ—ক্লোরাইড্ ভাবে ব্যবহার করা যাইলেও যাইতে পারে।

(গ) সাইলিশিয়া হাইড্রেটেড্ (Hydrated) ভাবে ব্যবহার করিলে, তৃতীয় ক্রমের পর জলে দ্রবণীয় হয়।

ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালীর বিভিন্নতা প্রত্যেক দেশেই আছে। আমেরিকা ও জার্ম্মনিতে প্রায় একরূপ প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় লিখিত মতের সহিত উহাদের অনেক বিসদৃশ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি "ফার্ম্মাকোপিয়া" প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু কোনখানিকেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন বা সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। তবে ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী বিষয়ে যেরূপ অন্ধকার ছিল, এইগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সে ভ্রম অনেক দূর হইয়াছে; ভ্রমশূন্য মত কয় জন দ্বারা প্রচারিত হইতে পারে? মহাত্মা হানিমান এক সময়ে সল্‌ফরকে কম্পাউণ্ড বা যৌগিক পদার্থ বলিয়া জানিতেন; পরে পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে উহার টিংচার প্রস্তুত করিতে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে, তৃতীয় ক্রম পর্য্যন্ত 'চূর্ণ' প্রস্তুত করতঃ তার পর টিংচার প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উভয় প্রকার ঔষধের যে গুণের তারতম্য ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই সল্‌ফর লইয়া বর্ত্তমান সময়ে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। জার্ম্মনি ও লণ্ডন হইতে হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধালয়ে "টিংচার সল্‌ফর" আনীত হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী অবশ্যই "ফার্ম্মাকোপিয়া"তে দ্রষ্টব্য; তবে আমরা এরূপ বিষয় বলিতেছি যাহা বাঙ্গালা পুস্তকাদিতে নাই। আজকাল অনেকেই বাঙ্গালা পুস্তকাদি পড়িয়া চিকিৎসা করিতেছেন, এবং বাঙ্গালা পুস্তকের সাহায্যে যত দূর উন্নতি করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন (আমরাও তাঁহাদের জন্যই এইরূপ পুস্তক লিখিতেছি)। সুতরাং ইংরাজী গ্রন্থাদিতে যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত আছে, আমরা যথাসাধ্য সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করতঃ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতেছি। আমরা জানি যে, ইহার মধ্যে অনেকে নিম্ন শক্তির ঔষধাদি ক্রয় করিয়া

লইয়া গিয়া নিজে নিজে ডাইলিউশন প্রস্তুত করিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালা "ফার্ম্মাকোপিয়া" থাকিলেও কতিপয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া রাখা উচিত। আমরা নিম্নে কতকগুলি বিষয়ের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বটিকা ও অণুবটিকা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ইহা একটি প্রধান উপাদান। ইহারা কঠিন এবং পরিষ্কার চিনিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এক সম্প্রদায় ঔষধ বিক্রেতারা এইগুলিকে নরম করিবার জন্য ষ্টার্চ (Starch) প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করেন। তাঁহারা জানেন না যে, ক্যাম্ফিয়া, আয়োডিন্ প্রভৃতি ঔষধ উহার সহিত মিশ্রিত হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধের গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

বটিকাদিগকে ঔষধ সংযুক্ত করিবার প্রণালীরও বিভিন্নতা আছে। কেহ কেহ বলেন, একটি শিশিতে কতকগুলি বটিকা লইয়া তাহাতে চারি পাঁচ বিন্দু ঔষধ (যে ডাইলিউশন আবশ্যক) দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হয়। তার পর সকলগুলি উত্তমরূপ ভিজিলে শিশি উল্টাইয়া কর্কের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিবে এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে কাক আল্‌গা করিয়া দিলে অতিরিক্ত ঔষধ কর্কের গা দিয়া বাহির হইয়া যায়; তৎপরে শিশিগুলি কর্কহীন করিয়া ধূলা ও রৌদ্রবিহীন স্থলে রাখিবে; বটিকাগুলি শুকাইয়া ছাড়া ছাড়া হইলে ব্লটিং পেপারে ফেলিয়া শুকাইবার প্রয়োজন করে না।

আবার এক দল চিকিৎসকের মত (যেমন ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া) যে, যত টুকু ঔষধে বটিকাগুলি উত্তমরূপ ভিজিতে পারে, এরূপ ঔষধকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম অর্দ্ধ বটিকাতে

মিশ্রণ করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল পরে, দ্বিতীয় অর্দ্ধ উহাতে ঢালিয়া দিতে হয়। বটিকাগুলি প্রথমার্দ্ধ ঔষধ দ্বারা সিক্ত হইয়া উত্তম-রূপ শুষ্ক না হইলে দ্বিতীয়ার্দ্ধ দেওয়া উচিত নহে।

এইখানে একটি কথা আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে, এসিড ও লাবণিক দ্রব্যের নিম্ন ডাইলিউশন জল বা জলমিশ্রিত এল্‌কোহলে প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাদের নিম্ন ডাইলিউশন ঔষধে সিক্ত করা উচিত নহে; কারণ জল-সংস্পর্শে উহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বা জমিয়া যায়।

এখানে ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, সকল ঔষধ দুগ্ধশর্ক-রার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় না; যে সকল ঔষধ তীক্ষ্ণবীর্য্য সুরাসারে প্রস্তুত, কেবল তাহাদিগকে দুগ্ধশর্করার সহিত মিশ্রিত করা যায়। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহা বিচার করা হয় না। বটিকায় পূর্ণ একটি শিশিতে কয়েক বিন্দু ঔষধ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উহাই ঔষধসিক্ত বটিকা (Medicated glob or pil) বলিয়া দিয়া থাকেন; এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; তবে হোমিওপ্যাথিক মতে অত্যল্প ঔষধে কার্য্য হইতে এই স্থলে এই সূত্রে তাঁহারা স্বপ্রণালীর পোষকতা করিতে পারেন।

আর একটি আবশ্যকীয় কথা, বিন্দু বা কোঁটা পরি-মাপ করিবার যে আলাহিদা গেলাস আছে; তাহার বিষয় এই-টুকু জানিয়া রাখিবেন যে, "জলের বিন্দু সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সজল সুরার বিন্দু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর, এবং এল্‌কোহলের বিন্দু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। সুতরাং একের মাপে অন্যের মাপ কিরূপে সম্ভব হইবে? আমেরিকা ও জার্ম্মনি দেশের ঔষধ প্রস্তুত-

কারীরা এক প্রকার গেলাস ব্যবহার করেন, উহাতে জল, সজল সুবা ও সুরাসারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মাপ অঙ্কিত আছে। উহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতাদিগের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক শিশি সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিতে পারিলাম না। হোমিও-প্যাথিক ঔষধের জন্য শিশিটি ব্যবহার সম্বন্ধেও মতভেদ ও বিজ্ঞানের কথা আছে। হানিমান সবুজ শিশি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু বুক্‌নারের (Buchner) মতে সবুজ শিশিতে ঔষধ রাখিলে এল্‌কোহল শীঘ্র শীঘ্র উড়িয়া যায় এবং উহারা বাহির হইতে জল আকর্ষণ করে। কেহ কেহ নীলবর্ণের শিশিতে ঔষধ রাখিয়া থাকেন; কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা নীল আলোকে ঔষধের গুণের তারতম্য ঘটে। জার্ম্মনিতে হরিদ্রাবর্ণের শিশি অধিক ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় লিখিত আছে যে, যে ঔষধগুলি আলোকে নষ্ট হয়, উহাদিগকে হরিদ্রাবর্ণের শিশিতে রাখা কর্ত্তব্য। ফল, শাদা শিশিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তবে দুই এক স্থলে হরিদ্রাবর্ণের শিশির প্রয়োজন হয়। তদভাবে ঐ বর্ণের আবরণ দ্বারা আবৃত কবিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কাচের ছিপি, টউব শিশি ইহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু কার্য্যে ভাল নয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, উহাতে ঔষধ সকল শীঘ্র শীঘ্র উবিয়া যায়; অন্যান্য নিয়ম সাধারণ "ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

আর একটি বিশেষ কথা। বিভিন্ন বিভিন্ন ফার্ম্মাকোপিয়াতে ঔষধ-প্রস্তুত-সময়ে আলোড়ন ও সংঘর্ষণ সম্বন্ধে

মতভেদ দেখা যায়। কাহার মতে ২০।২৫ বার, কাহার মতে ৫০।৬০ বার সঞ্চালন বা আলোড়ন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে ঔষধের পরমাণু এল্‌কোহল্‌ বা দুগ্ধ-শর্করাতে বিশেষরূপ মিশ্রিত হয়, এই বিশ্বাসেই সকলে আলোড়ন-প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য যে, কি অবস্থায় কত বার আলোড়ন করা বিধেয়। অধিক আলোড়নে উপকার কি অপকার হয়, এ কথা নির্ব্বাচন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক জন অশ্বারোহী কোন ঔষধের ৩য় ক্রমের এক ড্রাম লইয়া অশ্বারোহণে গৃহে যাইবেন; সে স্থলে অশ্বের প্রতি পাদক্ষেপে অশ্বারোহীর নিকটের ঔষধ প্রতি বার সঞ্চালিত হইতে থাকিবে। হয় ত ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুতসময়ে সেই ঔষধটি ৫০।৬০ বার আলোড়িত হইয়াছে। এইরূপ অতিরিক্ত আলোড়নে কি ঔষধের গুণের তারতম্য ঘটিবেক না? এই কথা লইয়া আজ কাল মহাহুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; আমাদের মতে ইহাতে দোষ বর্ত্তিতে পারে; কেন না অত্যধিক আলোড়নে সুরায় একটি তাপ উৎপন্ন হয়, উহাতে ঔষধের পরমাণুর সূক্ষ্মত্ব ঘটিতে পারে। হানিমান অধিক সঞ্চালন বিষয়ে ভয় করিতেন, এ কথা আমরা ইহার প্রথম ভাগে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। চূর্ণ ঔষধ ও ঔষধসিক্ত বটিকাদিতে কোন দোষ জন্মিতে পারে না, এই জন্যই দেশবিদেশে ভ্রমণকালে বটিকাদি গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। এখানে তর্কস্থলে এ কথা উঠিতে পারে যে, তবে ইংলণ্ড, জার্ম্মনি প্রভৃতি হইতে কেমন করিয়া ঔষধ আনয়ন করা যায়? ডাকে ও রেল্‌গাড়ীতে দেশবিদেশে ঔষধ-বিক্রয়কারিগণ কিরূপে ঔষধ প্রেরণ করিবেন? চিকিৎসকগণ অশ্বযানে কি করিয়া

আপনাদের ঔষধের বাক্স সঙ্গে করিয়া লইয়া যান? বিজ্ঞান কখনই এই সকল প্রথার অনুমোদন করিবে না। তবে আমরা যখন ইহাপেক্ষাও ক্ষতিজনক প্রথা সংশোধনে অমনোযোগী রহিয়াছি, তখন ইহাতে আর কত দূর ক্ষতি হইবেক? ফল, অল্পাধিক ক্ষতি হয়, এ কথা বিজ্ঞানসঙ্গত। তবে দূর দেশে ঔষধ প্রেরণকালে শিশিটিকে সম্পূর্ণরূপে ঔষধ পূর্ণ করিয়া দিলে অর্থাৎ শিশিস্থ ঔষধে ও কর্কে আদৌ ব্যবধান না থাকে এরূপ করিতে পারিলে, ঐ ঔষধ ততটা আলোড়িত হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা এ নিয়ম রক্ষা করা বড়ই অসুবিধাজনক। আমাদের এ কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকলে জানিয়া রাখুন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রতি এত দূর সাবধানতার প্রয়োজন।

হানিমানের পুরাতন ব্যাধি-যুক্তি।

(DOCTRINE OF CHRONIC DISEASES.)

তিয়াত্তর বর্ষ বয়সে কোয়িথনে হানিমান তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় ষ্টাপ্ ও গ্রস্‌কে আহ্বান করিয়া তৎকালীন আবিষ্কৃত "পুরাতন ব্যাধি-যুক্তির" কথা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি তদ্বিষয়ক পুস্তক প্রচারের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়, তবে আপাততঃ সাধারণ্যে এই তত্ত্বটি গোপন থাকিয়া যাইবেক; এইজন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে নিজ সমীপে আহ্বান করেন। ক্রমাগত কএক বর্ষকাল চিন্তা করিয়া হানিমান "পুরাতন ব্যাধি" বিষয়ক

একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিলেন; পরবর্ষে অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রথম বার মুদ্রিত হয়। হানিমান ইতিপূর্ব্বেও এই বিষয় লইয়া বিশেষ চিন্তা করিয়াছিলেন। স্যাঙ্কার প্রভৃতি রোগ বাহ্যপ্রয়োগে নিরাকৃত হইলে যে নিরতিশয় বিপদের সম্ভাবনা থাকে, এ কথা তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন। পীড়ার বাহ্যপ্রকৃতি আভ্যন্তরিক বিকৃতির পরিচায়ক। আমরা যদি শীঘ্র শীঘ্র সেই বাহ্য লক্ষণ ঔষধ দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলি, তবে আভ্যন্তরিক পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে কোন একটি যন্ত্রকে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি পাচ্‌ড়া বা খোষের (Itch) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই পীড়াটি স্থানিক বা বাহ্য পীড়া নহে, দেহের আভ্যন্তরিক বিকৃতি হইতেই ইহার উৎপত্তি। খোষের বিষ (বা বিষযুক্ত আণুবীক্ষণিক জীব) শরীরের কোন স্থানে সংলগ্ন হইলে উহা টীকা গ্রহণের ন্যায় দেহে আভ্যন্তরিক বিকৃতি উৎপাদন করিতে অগ্রসর হয়; এবং সমস্ত দেহ অধিকার করিয়া বাহ্য দৃশ্যে খোষ পীড়ারূপে প্রকাশ পায়। যে স্থানে সেই বিষ প্রথমতঃ সংলগ্ন হয়, বিশেষ সম্বন্ধ (Affinity) বশতঃ সেই স্থানে ও তাহার সন্নিকটস্থ চতুর্দ্দিকে উহা প্রথমতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাহ্য ত্বচের উপর খোষ প্রভৃতি পীড়া আভ্যন্তরিক যন্ত্র কর্ত্তৃক সমুৎপন্ন হয়; প্রকৃতি ইহাদিগকে আভ্যন্তরিক পীড়ার প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া পাঠান। ইহার প্রমাণ এই যে, যত দিন এই খোষাদি পীড়ার উগ্রতা থাকে, তত দিন আভ্যন্তরিক বিকৃতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু যদি কোনরূপ বাহ্যপ্রয়োগ ঔষধ দ্বারা উহা হঠাৎ নিরাকৃত করিলে এই

আভ্যন্তরিক ব্যাধি উন্মত্তবৎ প্রবল বেগে আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে আক্রমণ করিতে পারে; ক্রমে ক্ষয়কাশ, শোথ, মূর্চ্ছা, দৃষ্টি-হীনতা, পক্ষাঘাত, উন্মত্ততা প্রভৃতি রোগে রোগীর মৃত্যু ঘটায়।

হানিমানের মতে কি নূতন কি পুরাতন উভয়বিধ পীড়া-তেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ। পুরাতন পীড়ায় এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় কিছুই উপকার হয় না, অধিকন্তু অপকার ঘটে; এই দৃষ্টান্ত আমরা শত শত স্থলে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তার পর, হানিমান পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, পুরাতন পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিরাময় (Cure) হয় না; তবে, কিঞ্চিৎ উপশম বা হ্রাস (Improvement or amelioration) হইয়া থাকে। কারণ, পীড়া একেবারে নিরাকৃত হইলে, সামান্য অত্যাচারে, অল্প আহারাদির দোষে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতি-পালনের একটু ত্রুটি হইলে, ঐ রোগ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। এই পুনঃপ্রকাশের সঙ্গে আবার কতকগুলি নূতন লক্ষণ সঙ্গে করিয়া আনয়ন করে। যদি আমরা সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রদান করি, তাহা হইলে সেই ঔষধে আপাততঃ বেস্ উপশম বলিয়া বোধ হয়; বিশেষ সাবধানে চিকিৎসিত হইলেও একবার ভাল একবার মন্দ, এই ভাবে দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। *

পুরাতন পীড়া-চিকিৎসায় সফলমনোরথ না হইয়া হানিমান

* Their commencement was cheering, their progress less favourable, their issue hopeless."—*Hahnemann's Chronic Diseases*.

মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, কেন পুনঃ পুনঃ এরূপ অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার শিষ্যবর্গ বলিতে লাগিলেন যে, ভৈষজ্য-তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাই ইহার অন্যতম কারণ। ঔষধপরীক্ষা ও ঔষধ আবিষ্কার প্রভৃতির দোষেই এইরূপ পীড়ায় সুফল পাওয়া যায় না। দিবারাত্রি এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবশেষে তাঁহার মনে ইহার এক নিগূঢ় তত্ত্ব উদয় হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রিয় শিষ্যদ্বয়কে সে কথা জানাইলেন। আমরা ক্রমে হানিমানের এই উদ্ভাবন প্রভৃতির সবিশেষ তত্ত্ব সমালোচনা করিতেছি।

তদানীন্তন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এত দিন সেইরূপ পীড়ার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্যই পুরাতন পীড়ার চিকিৎসায় ঐ রূপ বিফলমনোরথ হইতেন ইহাই হানিমানের বোধ হইতে লাগিল। সেই অপরিজ্ঞাত পীড়াকে কেহ চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই উত্তম ঔষধ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ ছিলেন; হানিমান এত দিন পরে বুঝিতে পারিলেন যে, এরূপ পীড়ার সদৃশ-গুণযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত না হইলে উহাতে বিশেষ ফল হইবেক না। যেমন উপদংশের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ (Specific) পারদ ব্যতীত ঐ পীড়া নিরাকৃত হয় না—বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া কেবল রাশি রাশি লক্ষণ প্রকাশ করে—সেইরূপ পুরাতন ব্যাধিও নির্দ্দিষ্ট ঔষধের দ্বারা নিরাকৃত হইবে, অন্য ঔষধে মাত্র উপশম হইতে পারিবে। তার পর হানিমান বুঝিতে পারিলেন যে, "সোরা" বাহ্য ভাবে প্রকাশ না পাইয়াও আভ্যন্তরিক ভাবে শরীরের ভিতরে গুপ্তাবস্থায় থাকিতে পারে। (He called it "*psora*" meaning

thereby the internal itch-disease, with or without its exanthema) ক্রমাগত একাদশ বৎসর কাল অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, এই "সোরা" হইতেই যাবতীয় পুরাতন ব্যাধির উৎপত্তি। এই বহুরূপী (Proteus-like psora) "সোরা" হইতেই বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি, আঁচিল, অর্ব্বুদ, কুনখ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অর্শ, রক্ত-পিত্ত, রজোলোপ, প্রচুর রজঃক্ষরণ, এক কথায় যাবতীয় পুরাতন রোগের জন্ম হইয়া থাকে। কেবল ঔপদংশিক ও সাইকোসিস্ এই দুইটি ব্যাধি হইতে যে সকল পীড়া উৎপন্ন, উহারা ইহা হইতে বিভিন্ন।

খোষকে তিনি বাহ্য পীড়া বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এ কথা আমরা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি। বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা এরূপ পীড়া নিরাময় করিতে ইনি বারম্বার নিষেধ করিতেন। পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, ঐরূপ পীড়া শীঘ্র শীঘ্র নিরাময় করিলে, উহারা বাস্তবিক দেহ হইতে নিরাকৃত হয় না, পরন্তু শরীরাভ্যন্তরে যন্ত্রবিশেষকে প্রবল বেগে আক্রমণ করে।

হানিমান সর্ব্বদা বলিতেন, মনুষ্যদেহে "সোরা" এমন গুপ্ত-ভাবে থাকে যে, আমরা উহাদিগকে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি না। শৈশবকালে শিশুর কৃমি, গুহ্যদেশ-কণ্ডুয়ন, মুখের বিবর্ণতা, চক্ষুঃ-প্রদাহ, গণ্ডমালা, গ্রন্থিসকলের স্ফীতি প্রভৃতি—নিদ্রিত বা গুপ্ত "সোরার" পরিচায়ক। যৌবনকালে হাত পা ঘর্ম্মযুক্ত হওয়া, মস্তকে সর্দ্দি লাগা, নাক বন্ধ হইয়া যাওয়া, অর্দ্ধকপালীয় শিরঃ-পীড়া, রজোলোপ, মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সোরা গুপ্তাবস্থায় আছে, কোন না কোন সময়ে ইহা প্রকাশ

পাইবে। সোরাযুক্ত শরীরে পুনর্ব্বার খোষ জন্মাইলে সেই পুনরাক্রমণ নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহস্থ সমস্ত পীড়া সারিয়া যায় ইহা দেখা গিয়াছে।

অর্গ্যাননৃ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ অবধি হানিমান এই মতের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বস্তুতঃ সে সময়ে খোষের পর হাঁপানি ও ক্ষয়কাশ নিরাকৃত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার নামই স্বভাবের আরোগ্য শক্তি। কিন্তু ঐ গ্রন্থের পর-সংস্করণে তিনি প্রচার করিলেন যে, উহার ব্যাখ্যা ঐরূপ নহে। ঐ সকল পীড়া সোরা হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং পুনরায় খোষ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, উহা পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বের ন্যায় সামান্য খোষে পরিণত হয়, তখন উহার আশু বিপদজনক লক্ষণসকল লোপ পায় এবং "সোরাঘ্ন" (Anti-psoric) ঔষধেই সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, তিনি খোষকে (প্রায় প্রত্যেক প্রকারের চর্ম্ম রোগকে) বাহ্যপ্রয়োগ ঔষধ দ্বারা নিরাময় করিতে অসম্মত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "সল্‌ফরের" দুই একটি অণুবটিকা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দ্বারা অতি সহজেই খোষ ব্যাধি নিরাকৃত হয়। যদিও চর্ম্মরোগে সল্‌ফর প্রয়োগ বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহার অপব্যবহারে উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগ অধিক হইয়াছে। তবে যদি বহুদিনের খোষ চিকিৎসিত না হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অথবা হঠাৎ উহা বসিয়া যায় বা বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র উহাদিগকে বিদূরিত করা হয়, তবে একমাত্রা "সল্‌ফর" ঐ দোষ বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সল্‌ফরের সঙ্গে আরও দুই একটি "সোরাঘ্ন" ঔষধ

(সদৃশ লক্ষণ দেখিয়া) প্রয়োগ করিতে হয়। হানিমান এই বিষয় তাঁহার "পুরাতন-পীড়া" নামক গ্রন্থে অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সাতচল্লিশটি "সোরাঘ্ন" ঔষধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা এতক্ষণ কেবল হানিমানের পুরাতন ব্যাধি-যুক্তি সকল লইয়া আন্দোলন করিলাম। এক্ষণে, এই মত প্রচারের পূর্ব্বে যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণের অভিমত কি, ক্রমে সমালোচনা করিতেছি। শত্রু মিত্র উভয়ের সমালোচনা উল্লেখ না করিলে, সত্যের আলোক স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না; উভয় সমালোচনা বর্ণিত হইলে সত্যানুরাগী সহজেই সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

ডাক্তার হফ্ম্যান্ (Fred. Hoffmann) ও অটেন্‌রিথ্ হানিমানের পূর্ব্বে এই "সোরা"-যুক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে হাঁপকাশ, সন্ধিপ্রদাহ প্রভৃতি রোগ, খোষরোগের আবির্ভাবে বিদূরিত হয়, আবার খোষ বসিয়া গেলে ঐসকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে*। হানিমানের পূর্ব্বে আরও দুই এক জন ডাক্তার এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াছেন, আমাদের তাহাতে বড় আস্থা নাই। এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণের মত সমালোচনা করিব।

রুষিয়ার ডাক্তার এলেক্‌জেণ্ডার পিটার্স‌ন্ এই বিষয়ে অতি আশ্চর্য্যজনক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি হানিমানের

---

* See—Henderson's *Homeopathy Fairly Represented, page 144.*

"সোরা"-যুক্তির বিশেষ অনুমোদন করিয়াছেন, এবং কুষ্ঠ ও ধবল রোগের সহিত যে উহার সাদৃশ্য আছে, তাহাও স্বীকার করিয়া অবশেষে "সোরার" উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে প্রযাস পাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বহুবিধ নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ করত এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিষধর বা সর্পবিষে চর্ম্মরোগ উৎপাদন ও বিনাশ করিতে বিশেষ সমর্থ; এবং ইহা হইতে স্থির করিলেন যে, "সোরা-বিষ" নিশ্চয়ই জান্তব বিষ এবং উহা সর্পাদি (Reptile) জন্তু হইতেই উৎপন্ন। এসিয়েটিক্ কলেরাও তাঁহার মতে সোরা-বিষ হইতে উৎপন্ন; কুষ্ঠ বা ধবলযুক্ত ব্যক্তিগণের সচরাচর ওলাউঠায় আক্রান্ত হওয়াই তাহার বলবান্ প্রমাণ। আবার যে সকল ঔষধে ঐ রোগ নিরাকৃত হয়, তাহারা সকলেই সোরা বিষঘ্ন; সুতরাং ঐ রোগ সোরা-বিষ হইতে উৎপন্ন, ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। ইহা কিরূপ যুক্তি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার ডজিয়ান্ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি কোন পীড়া কেবল মার্কুরিয়াস্ দ্বারা নিরাকৃত হয়, তবে কি বলিব যে, সেই পীড়াটি নিশ্চয়ই ঔপদংশিক? এ যুক্তিকে নির্ভুল বলিতে পারা যায় না।

গিসেন্‌বাসী ডাক্তার "রো" এবং স্কুন্ অতি স্থির-গম্ভীরভাবে হানিমানের সোরা-যুক্তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার বিপক্ষে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। তবে তাঁহারা বলেন যে, কেবল এক কারণে পৃথিবীর যাবতীয় রোগ হইতে পারে না। ডাক্তার হেল্‌বিগ (Helbig) ঐ কথার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার হেরিং ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা অপেক্ষা একটু বেশী দূরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, সোরা-বিষ দ্বারা আক্রান্ত রোগীর শরীরে কেবল ঐ বিষটি প্রবেশ করিয়া থাকে এমত নহে; যে ব্যক্তি হইতে তিনি উক্ত ব্যাধি প্রাপ্ত হন, তাহার যে যে ব্যাধি থাকে, তাহাও প্রাপ্ত হইবেন। বহুব্যাপক পীড়া সকল প্রায় সোরা-বিষ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু হানিমান এতদূর বলিতে সাহস করেন নাই; তবে তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির শরীরে সোরা-বিষ না থাকে, তবে সে ব্যক্তি নিম্নভূমি বা ম্যালেরিয়াযুক্ত প্রদেশে যাইবামাত্র সেই রোগে আক্রান্ত হইবে না।

ইহার পর ডাক্তার হেরিং খোষ-রোগের একটি প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করণোদ্দেশে মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে খোষ-রোগ কোন প্রকারে দুরারোগ্য নহে। তিনি আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে উহাদিগকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইলে, নির্ব্বাচিত ঔষধের বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা উহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি ঐ উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ সচরাচর সল্‌ফর, আর্সেনিক, জিঙ্কম্‌, কার্ব্বো-ভেজি, সার্সাপেরিলা, নেট্রেম-কার্ব্ব, সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিতেন। হেরিং এই সময়ে "সোরাইন্‌ বা (Psorinum) সোরাইনম্‌" ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন ও ইহার বহুবিধ গুণের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাকে খোষ-রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক বলিয়া স্থির করিয়াছেন; তাঁহার মতে উহার ত্রিংশ শক্তির দুই একটি অণুবটিকা প্রবল খোষ-রোগ আনয়ন করিয়া দিতে পারে; তার পর ঐ উৎপন্ন খোষ (উহা ঐ ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া-বলেই হউক, অথবা

আভ্যন্তরিক সোরা বাহ্যভাবে নীত হইয়াই হউক) উক্ত ঔষধের মুখ্য ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদূরিত হয়।

ডাক্তার গ্রিসেলিক্ এই বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন; তিনি ইহা হইতেই ঔষধ-নির্ব্বাচন-কালে উদ্দীপক কারণের উপরও নির্ভর করিতে বলেন। তাঁহার মতে খোষ নিরাকৃত হইলে যে, শরীরে বহুবিধ পীড়া প্রকাশ পায়, তাহার দুইটি কারণ আছে; প্রথমতঃ খোষাক্রান্ত রোগীর শারীরিক প্রকৃতি, দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যকারী ঔষধ। তাঁহার আর এক কথা এই যে, সকল স্থলে সোরার প্রকৃতি বুঝা যায় না; যেহেতু এক স্থলে দেখা গেল কোন বালকের অত্যন্ত খোষ ছিল, উহার যেমন টীকা হইল, অমনি পূর্ব্বের খোষ পর্য্যন্ত নিরাময় হইয়া গেল, দুর্ব্বল বালক সবল হইল। আবার কোন স্থলে সুস্থ শরীরে টীকার পর নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা দিল। যেন নিদ্রিত সোরাকে জাগ্রত করা হইল। পরিশেষে আমরা এই "সোরা"-যুক্তির সমালোচনায় জানিতে পারিয়াছি যে, ইহাতে হোমিওপ্যাথির আংশিক উপকার হইয়াছে। ইহাতে পীড়ার পূর্ব্বরূপ পরিচয় দিতে পারে। আমরা তাহাকেও একটি লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি। লক্ষণের যত সাদৃশ্য হইবে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তত উপকার হইবে। আর একটি কথা, হানিমান চর্ম্ম-রোগের বিভিন্নতা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে চর্ম্মরোগ-চিকিৎসকগণ যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে উহার বিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে হানিমানের ঐ মতকে অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কচ্ছু-কীট বা পাচ্ড়ার পোকা (Acarus Scabici) দেহের ত্বচোপরি

সংস্থিত হইয়া যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, হানিমান তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। তবে তিনি যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, তাহারা পরাঙ্গপুষ্ট কীটাদি নাশ করিতে সমর্থ বটে। অন্যান্য চিকিৎসাপ্রণালীতে অয়েণ্টমেণ্ট প্রয়োগ দ্বারা যে খোষাদি চর্ম্মরোগ হঠাৎ বসিয়া গিয়া বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে এবং করিয়াছে, তাহা অস্বীকার্য্য নহে।

ডাক্তার ননেজ্ (Dr. Nunez) বলেন যে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতি অনুযায়ী আমাদের বাহ্য পীড়া প্রকাশ পায়। তাঁহার মতে হার্পেটিক ইরপ্সন্ প্রভৃতি বাহ্য ত্বাচ রোগের সঙ্গে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নিম্নে তাঁহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—

(ক) গুহ্য দেশের পামা রোগ (Eczema) হঠাৎ বসিয়া যাইয়া যকৃতের বিষম পীড়া আনয়ন করে; আবার গুহ্য দেশের চারি দিকে হার্পিজ (Herpes) বাহির হইলে, পুরাতন যকৃৎ পীড়ার বিশেষ উপকার হয়।

(খ) নিম্ন শাখার হার্পিজ্ হঠাৎ বসিয়া যাইলে, পাকস্থলী সম্বন্ধীয় পীড়ার প্রকাশ পায়। কর্ণের পশ্চাৎ ভাগের পামা হঠাৎ সারিয়া গেলে ছেলেদের প্রায় বড় কাসিরোগ হয়।

তিনি এইরূপ বহুবিধ উদাহরণ দিয়া ঔষধাদির সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছেন। ফল, এই যুক্তিটি বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে, পুরাতন রোগ চিকিৎসার বিশেষ উপকার সম্ভাবনা। নানারূপ জ্বরাদির সঙ্গে যেমন এক এক প্রকার কণ্ডু নির্গমন হয়, পুরাতন পীড়াতেও বিশেষ বিশেষ ত্বাচ রোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? হানিমান এই

সকল পরিদর্শন করত "সোরা-যুক্তিতে" তাদৃশ মনোযোগ দান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ডজিয়ান্ বলেন "আমি হানিমানের মতানুযায়ী সল্ফরের দুই একটি অণুবটিকা দ্বারা পোষরোগ (Itch) চিকিৎসা করিয়া প্রায় সফল কাম হই নাই।" তাঁহার মতে আভ্যন্তরিক ঔষধের সঙ্গে অতি সাবধানে বাহ্যপ্রয়োগ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পথ্যাপথ্য-নির্ণয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পথ্যাপথ্য বিষয়ে বড়ই সতর্ক হইতে হয়—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস; কেহ কেহ হোমিওপ্যাথিক সূক্ষ্ম মাত্রার সহিত পথ্যাদির তুলনা করিয়া বলেন যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রাও যেরূপ ক্ষুদ্র, পথ্যাদিও সেইরূপ অল্প। এরূপ অনেকের বিশ্বাস আছে যে যদি আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন না করিতে পারা যায়, তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে উপকার না হইয়া অপকার হইতে পারে। কোন কোন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া থাকেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কেবল আহারাদির ধরা বাধায় রোগ নিরাময় হয়। আবার এক-দল উদরসর্ব্বস্বেরা বলেন "ঐরূপ শুষ্ক প্রণালীর চিকিৎসাধীনে আমরা থাকিতে পারিব না।" এই সকল মতের সত্যাসত্য নির্ণয় এবং এই সম্বন্ধে বিবিধ চিকিৎসকের মতামত সমালোচনা করাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সুস্থ ও অসুস্থ উভয়ের পক্ষেই পথ্য বা আহারের প্রয়োজন; সুতরাং ইহার দুইটি বিভাগ। পীড়িতের পক্ষে পীড়া নিরাময়; এবং অরোগীর পক্ষে পীড়া নিবারণ ইহার উদ্দেশ্য। পীড়া প্রতিষেধের জন্য সুস্থব্যক্তির আহারাদি বিষয়ে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, এবিষয়ে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথিতে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না; আমরা সেইজন্য শেষোক্ত বিভাগটি পরিত্যাগ করত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন থাকিলে রোগীর পথ্যাপথ্য বিষয়ে কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত, এই প্রবন্ধে তাহাই সমালোচনা করিব।

আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় বা বৈদ্যকশাস্ত্রের উন্নতিকালে পথ্যাদির যে সুচারু নিয়ম সুগঠিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আর তদ্রূপ নাই। এক্ষণে আমাদিগের ইংরেজগত প্রাণ; পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগকে সকল বিষয়ে উৎসন্ন দিতেছে! আমাদের দেশে আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ বিকার জ্বরে কোন বিচার না করিয়া মুর্গীর যুস, মাংসের ক্বাথ বিস্কুট প্রভৃতি সচ্ছন্দে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না যে যাহা সুস্থশরীরে কুপথ্য, বিকৃতশরীরে তাহা কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? আমাদের চিরদিন যাহা অভ্যাস আছে পীড়াকালে এরূপ সুপথ্য ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত *। রোগী দুর্ব্বল হইলে চিকিৎসা চলে না ইহাও অনেক চিকিৎসকের ধারণা।

---

* "ডাক্তার, আজ আমি কি খাব?" নামক ইংরাজী গ্রন্থে প্রত্যেক পীড়ায় কি পথ্য দেওয়া যায়, বিশেষ রূপে লিখিত আছে। কিন্তু উহা আমাদের দেশের উপযোগী নহে। এক দেশের পথ্য অন্য দেশে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে না। উক্ত

প্রত্যেক পীড়াতে কিরূপ পথ্য দেওয়া উচিত আমরা সে কথা সমালোচনা করিতেছি না, ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থের কথা; চিকিৎসা প্রকরণে উক্ত বিষয় বিশদ করিয়া লিখিত হওয়া উচিত। আমরা কেবল দেশবিশেষে পথ্যাপথ্যের যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত তাহারই কথা বলিতেছি।

বাস্তবিকই, পথ্যাপথ্য বিষয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দেওয়া বড়ই অসম্ভব। রোগ, রোগী, দেশকাল ও পাত্র বুঝিয়া পথ্যাপথ্য নির্ণয় করিতে হয়। আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালা-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক ইংরেজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত, সুতরাং উহাতে আহারাদি বিষয়েও ইংরেজী খাদ্যের কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হানিমানের মতে পাকস্থলীর সহজ জ্ঞান ও আদেশ অনুসারে আহার্য্য নির্ব্বাচন করাই উচিত।*

আবার রোগীর রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখাও চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। একরূপ আহার প্রত্যেক রোগীর পক্ষে উপযোগী হওয়া

গ্রন্থে লিখিত আছে যে ডবলিন্ নিবাসী ডাক্তার গ্রেবস্ (Dr. Graves) মৃত্যু সময় এই বলিয়া যান যে তাঁহার সমাধি-শিলায় (Tombstone) যেন লিখিত থাকে "He fed fevers" ইনি জ্বরগ্রস্ত রোগীকে খাইতে দিতেন। It was the great Dr. Graves, of Dublin, who said that he desired no greater epitaph on his tombstone than simply the three words, "he fed fevers." see—*Doctor, what shall I eat?* · *page 21.*

* "He argues very sensibly that the instinct of the stomach are to be attended to for the regulation of the food to be put into it"—*Lesser writings p. 220.*

অসম্ভব "A universal diet, like a universal medicine, is an idle dream."

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার কালে সুরা, লঙ্কামরিচ, আদ্রক, মূলা প্রভৃতি এককালে নিষিদ্ধ—ইহাতো প্রত্যেক হোমিও প্যাথিক পুস্তকে লিখিত আছে; পান, তামাক, অহিফেন, প্রভৃতি ব্যবহার করিতেও নিষেধ, কিন্তু বাস্তবিক ঐ গুলির মধ্যে কোনটির দ্বারা কতদূর অপকার বা উপকার হয় তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার লুট্জির মতে ঐ গুলির দ্বারা তিন প্রকারে অপকার হয়; প্রথমতঃ তাহারা নানাবিধ স্বাস্থ্যের ক্ষতিজনক। দ্বিতীয়তঃ উহারা অনেক ঔষধের দোষঘ্ন (Antidotes)। তৃতীয়তঃ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক; পীড়া হইলে ঐরূপ ত্যাগে, চিকিৎসকের উপদেশের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা হয়। সুতরাং কিসে আরোগ্য হইব এই চিন্তা রোগীর মনে অহরহ বর্ত্তমান থাকে; আরোগ্য স্থিরসংকল্প (Will force) থাকিলে প্রায় শীঘ্র শীঘ্র আরোগ হওয়া যায়। কিন্তু নিতান্ত কড়াকড় হইলে চলেনা; ডাক্তার ডজিয়ান্ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে কোন চিকিৎসক একটি নব প্রসূতা যুবতীকে প্রায় অনাহারে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিলেন; একদিন রোগিণী ডাক্তারের নিকট বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া একটু মাংসের ক্বাথ, সেবন করিতে চাহিল; ডাক্তার সাহেব বলিলেন "এক বিন্দুও নহে।" চিকিৎসকের সেই নির্দ্দয়তায় হতাশ্বাস হইয়া রোগিণী গুপ্তভাবে দিব্য করিয়া ঈপ্সিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরদিন চিকিৎসক রোগীকে কিছু ভাল দেখিয়া বলিলেন "দেখদেখি, কিছু না খাইয়া কেমন আছ! তোমার ঈপ্সিত দ্রব্যাদি

ব্যবহার করিলে কি বাঁচিতে পারিতে?" এই বলিয়া সগর্ব্বে নিজ নোটবুকে লিখিয়া রাখিলেন যে নব প্রসূতা স্ত্রী দিগকে যত অল্পাহার দেওয়া যায়, ততই ভাল। এইরূপ কথা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইল (এইরূপ গ্রন্থের ভাগই অধিক), এবং ইহা দেখিয়াই আবার শত শত লোক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই জন্যই অসম্পূর্ণ!

হানিমান অনেক সময়ে নূতন পীড়ায় পথ্যাদির বিষয়ে বড় ধরাকাট করেন নাই; এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তির পায়ে বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল, উহার চিকিৎসা কালে তিনি উহাকে সুরা প্রভৃতি সেবন করিতে বারণ করিতেন না; কিছুদিন ঔষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তি উত্তম রূপে আরোগ্য লাভ করিল। যে সময়ে তিনি আরক্তজ্বরের প্রতিষেধক (বেলাডনা) ঔষধ আবিষ্কার করিতেছিলেন, সে সময়েও পথ্যাদির বিষয়ে বিশেষ নিয়ম করেন নাই; যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই ব্যবহার করিত। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন রোগীর আন্তরিক বাসনা সময়ে সময়ে আরোগ্যের পথ প্রদর্শন করাইয়া দেয়। হেরিং সাহেব এই কথার সমালোচনায় বলিয়াছেন যে পুরাতন রোগে রোগীর বাসনা অনুযায়ী দ্রব্যাদি ভক্ষণ ও সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে, তবে নূতন ব্যাধিতে দিলে বিশেষ হানি হয় না। *

কিন্তু পুরাতন পীড়ার পথ্যাদি বিষয়ে হানিমান রোগীর তত্ত্বাবধারক দিগকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়া গিয়াছেন।

* "In acute diseases let your patient have what he wants; in chronic disease do not let him what he wants,"—*The Medl. Visitor. Vol. II. March 1886.*

তিনি কাফি, চা, সুরা, গন্ধদ্রব্য, তীব্রগন্ধ বিশিষ্ট ফুল, দন্তমাজন, গরম মসলা, অত্যধিক শর্করা, লবণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উষ্ণ গৃহে বাস, অত্যধিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অধিক কাল নিদ্রা, দিবা নিদ্রা ও অশ্লীল পুস্তক পাঠ, প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। ইদানীন্তন ডাক্তার ব্রাএণ্ট তাহার নিজ পুস্তকে এই বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

নূতন পীড়াতে তিনি বারম্বার বলিয়াছেন যে রোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করা নিতান্ত মন্দ নহে; ইহাতে রোগ নিরাময় না হউক, রোগীর পীড়া ও ক্লেশের অনেক উপশম হইবে. তাঁহার মতে প্রদাহিক জ্বরে রোগী কেবল শীতল পানীয় পান করিতে ইচ্ছুক হয়. তাহার হেতু এই যে উহাতে একোনাইট প্রয়োজন। শীতল জল ব্যতীত উদ্ভিদাম্ল ব্যবহার করিলে উহা একোনাইটের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, এই জন্যই, বোধ হয়, রোগীর ঐ রূপ দ্রব্যে লোভ বা ইচ্ছা হয় না।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার কালে অত্যধিক সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করাও ভাল নয়। থিয়েটার বা অভিনয় দর্শন কদাচিৎ করা উচিত। তাস খেলা এককালীন নিষেধ * উষ্ণজলে স্নান নিষেধ; তাঁহার মতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে (যাহাদের পাকস্থলীর কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই) আহারাদি বিষয়ে তত ধরাকাট করার আবশ্যক হয় না; কেবল পেঁয়াজ ও লঙ্কা মরিচ ব্যবহার বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

---

* "Card-playing not at all. Amorous dalliance with other

আমাদের দেশে কাফি ব্যবহার অত্যল্পই প্রচলিত আছে, এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। তাঁহার মতে যুবা ব্যক্তিরা সহজেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল ব্যবহার করিতেছেন তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে উহা পরিত্যাগ করা উচিত।

চা (Tea) ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। ডাক্তার লুট্‌জি বলিয়াছেন ব্ল্যাক্ টি (Black tea) ব্যবহার করিতে বিশেষ আপত্তি নাই, তবে চায়না ও পল্‌সেটিলা ঔষধ ব্যবহারকালীন উহাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ঐ চা আবার সকলের সহ্য হয় না। উহাতে স্নায়বিক পীড়া আক্রমণ করিতে পারে। ডাক্তার হ্যাণ্ডস (Dr. Hands) বলেন চা ব্যবহার না করাই উচিত, তবে যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন সেখানে প্রাতঃকালে মাত্র একবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। (See.—*Dietetics and Digestion—by Dr. Hands page, 314.*)

আমাদের দেশে সুরা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই; সুতরাং উহা ব্যবহার এককালে নিষেধ। শীতপ্রধান দেশে একটু আধটুকু উত্তেজক পানীয ব্যবহার না করিলে কখন কখন অনিষ্ট সংঘটন হয় বলিয়া উহাকে এককালীন পরিত্যাগ করিতে অনেক চিকিৎসক বলেন নাই। তথাচ তাঁহাদের মতে ব্র্যাণ্ডী এককালীন পরিত্যাগ করা চাই। শীত প্রধান দেশে বিয়ার মদ

---

sex must be forbidden."—*See Dudgeon's Lectures on Homeopathy, p. 552.*

এবং আমাদের দেশে তাড়ী ব্যবহার করা নিষেধ। অপক্ব অম্লরস যুক্ত ফল ব্যবহার উচিত নহে। আবার সুমিষ্ট আম্রাদি অধিক ব্যবহার করাও নিষেধ। ভাজা মৎস অপেক্ষা ঝোলের মৎস ভক্ষণ করা ভাল। বদ্ধ পুষ্করিণীর মৎস অপেক্ষা বালিযুক্ত পুষ্করিণীর মৎস ভোজন করা অনেকাংশে স্বাস্থ্যপ্রদ।

ইহাতে পান (তাম্বুল) ব্যবহার সম্বন্ধে ও আপত্তি আছে। সুপারি পানের রস, মসলা প্রভৃতির ঔষধে ক্রিয়ার তারতম্য ঘটায়। তবে আহারান্তে মসলা না দিয়া একটি মাত্র পান খাওয়া তত দোষের নহে।

তামাক—ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রচলিত আছে। ইহার স্বপক্ষে বিপক্ষে, ইহার উপযোগিতা ও অপকারিতা বিষয়ে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। হানিমান নিজে বড় তামাক ভাল বাসিতেন। তিনি তামাকের ধূম পান করিতেন (এস্থলে তামাকের ধূম গ্রহণ বলিলে "চুরট" খাওয়া বুঝিতে হইবে;) এই জন্যই ইহাতে বড় একটা আপত্তি করেন নাই; তবে তাঁহার মতে যাহাদের মানসিক বিকৃতি, নিদ্রাভাব ও পাকস্থলীর পীড়া প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। নস্য গ্রহণ বিষয়ে তিনি বড়ই আপত্তি করিয়াছিলেন। হানিমানের সময়ে জর্ম্মাণিতে তামাক ব্যবহার বড়ই প্রচলিত ছিল। ডাক্তার গ্রস্ (Gross) এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডাক্তার লুট্জি তাঁহার পথ্যাপথ্য-নির্ণয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"তামাক স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই প্রতিকূল ও অনিষ্টকারক। চক্ষুর ও বক্ষঃস্থলের পীড়াগ্রস্ত রোগীদিগের ইহা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

তবে ধূমপানে যাহারা নিতান্ত অভ্যস্ত, তাঁহারা যেন নরম তামাক (light tobacco) ব্যবহার করেন, কিন্তু আহারান্তে বা আহারের পূর্ব্বে যেন কদাচ ব্যবহার করেন না। ডাক্তার হিউফল্যাণ্ড বহু দর্শন দ্বারা শেষে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"তামাকের ধূমে দন্তের বিশেষ অনিষ্ট হয়; শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করে; ইহা হইতে দৃষ্টিও স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে; শীঘ্র শীঘ্র মস্তিষ্কের ও শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের পীড়া আনয়ন করে।"

আমাদের দেশে আজ কাল তামাক ব্যবহার বড়ই প্রচলিত হইয়াছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করিতেছেন। ইহা এক্ষণে অভ্যর্থনার উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ান্ হোমিওপ্যাথিক রিভিউ নামক মাসিক পত্রে (Indian Homœopathic Review, June 1882, Edited by B. L. Bhaduri L. M. S.) একটি প্রবন্ধে লিখিত আছে "আমাদের দেশে পরিশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা একটি আবশ্যক দ্রব্য।"

আমাদের মতে তামাকের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতার ভাগ খুব বেশী, এজন্য উহা এক কালে পরিত্যাগ করা উচিত। তবে যাঁহারা বহুকাল হইতে ইহার অভ্যাস নিগড়ে আবদ্ধ, তাঁহারা ঔষধ সেবনের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে কাজে কাজেই ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু জ্বর প্রভৃতিতে তামাকের ধূম ভাল লাগেনা; সুতরাং স্বভাবই সেখানে শিক্ষক।

আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্রেও তামাক ব্যবহারের কথা লিখিত আছে, তাঁহারা বলেন হুক্কা কলিকায় তামাক সেবন করা তত অনিষ্টজনক নহে। হুক্কার নলিচা একহাত হওয়া উচিত। ফল কথা, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার কালে ঐগুলিকে পরি-

ত্যাগ করিলে ঔষধে কার্য্য শীঘ্র হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে যাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধিও থাকিল।

অহিফেন্ বা আফিং ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম প্রচার করা ভাল। তবে কোন কোন চিকিৎসক বলেন অহিফেন ব্যবহার কারীদিগকে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলে কোন কোন সময়ে বিষম অনিষ্ঠ হয়। অহিফেন সেবীদিগের শরীরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ভালরূপ ফল দর্শেনা, কিন্তু আফিং বন্দ করিলে তাহাপেক্ষা অধিক মন্দফল প্রসব করিয়া থাকে। সুতরাং উহার বিষয়ে সেই রোগীর অভিপ্রায় অনুসারে চিকিৎসককে চলিতে হইবেক।

উপরোক্ত বিষয় সকল সমালোচনায় স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ কোন একটি দ্রব্য এক জনের পক্ষে উপযোগী এবং অন্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টজনক হইতে পারে। এই জন্যই লুক্রেটিস্ বলিতেন ("What is one man's meat is another man's poison.")—"এক জনের পক্ষে যাহা অমৃত, অন্যের পক্ষে তাহাই বিষ।" পথ্যাপথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে ইংরাজীতে বহুবিধ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুই ফল হয় নাই। অধিকন্তু গৌণভাবে দেশের অনিষ্টই সংঘটিত হইতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে পথ্যাপথ্য নির্ণয় করিতে হইলে চিকিৎসককে দুইটি প্রধান বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১মতঃ কোন ভেষজ-শক্তি-বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিতে

নিষেধ করা; এরূপ অনেক দ্রব্য আছে যাহারা হোমিও-প্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট করিয়া তাহার নিজের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে হইবে যাহাতে রোগীর পাকস্থলীর পীড়া না হয় অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় না ঘটে। প্রথমোক্ত বিষয়ে চিকিৎসক উপদেশ দিতে বিশেষ সমর্থ হইবেন; কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আধিপত্য করা উচিত নহে। রোগীর যাহা সহ্য হইবে, তদ্বিষয়ে রোগী যেমন জানিতে পারে, অন্য কেহ সেরূপ পারিবে না।* তবে রোগীর বা রোগীর আত্মীয়ের নিকট সেই দ্রব্য গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া তন্মধ্যে যাহারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটায়, সেই গুলিকে ব্যবহার করিতে নিষেধ করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

---

* ডাক্তার ডজিয়ন্ এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রদ উদাহরণটি দিয়াছেন ;—"তিনি একদা একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমনরোগ চিকিৎসার্থ আহূত হন; রোগিণী যখন যাহা ভক্ষণ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠিয়া যাইত এবং মুখ হইতে অবিরত লালা নিঃসৃত হইত। অতিশয় যত্ন সহকারে বহুবিধ ঔষধাদি দিয়াও কোন উপকার হইল না। সকলেই হতাশ হইল, ইতি মধ্যে হঠাৎ রোগিণীর চিংড়ি (lobster) মৎস্য খাইতে নিতান্ত ইচ্ছা হইল; অবিলম্বে একটি বৃহৎ চিংড়ীমাছ আনয়ন করাইয়া রোগিণীকে খাইতে দেওয়া হয়। রোগিণী উহা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিল; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহা বমিত হইয়া গেল না। দুই তিন দিন রোগিণী উহা ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে তাহার পাকস্থলীতে অন্যান্য দ্রব্যও সহ্য হইতে লাগিল। রোগিণী সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিল। (See—Lectures on Homeo: Dietaries—*Dr. Dudgeon, page 555.*

হোমিওপ্যাথি-উদ্ভাবনকর্ত্তা মহাত্মা হানিমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হোমিওপ্যাথির উদ্ভাবনের সহিত মহাত্মা সামুয়েল্ হানিমানের অভেদ সম্বন্ধ। ইতিহাস-লেখক ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কারের কথা লিখিতে গিয়া, মহাত্মা মার্টিন লুথারের জীবনীর কথা উল্লেখ না করিলে, তাঁহার যে দোষ বর্ত্তে, হোমিওপ্যাথি-তত্ত্বলিখিতে বসিয়া মহাত্মা হানিমানের জীবনী লিখিতে ভুলিলে "হোমিওপ্যাথি কি?" লেখকেরও সেই দোষ বর্ত্তিবে; কেননা হানিমান ব্যতীত হোমিওপ্যাথির স্বতন্ত্র জীবন নাই। সেই জন্যই আমরা এখানে হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কর্ত্তা মহোপাধ্যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানসংস্কারক হানিমানের জীবনী সন্নিবেশিত করিলাম। তাঁহার জীবনের সমুদয় ঘটনা লিখিতে যাইলে একখানি গ্রন্থাকারে পরিণত হয়; তবে আমরা আজ তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও উদারতার বিষয় কতক-পরিমাণে স্পষ্টতঃ অথচ সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিলে জর্ম্মনি রাজ্যের অন্তর্গত সাকসনি প্রদেশের এল্‌বো ও মেসা নাম্নী নদীর সঙ্গমস্থলে নয়নাভিরাম মেসেন্ নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে হানিমানের জন্ম। ইহাঁর পিতার নাম গট্‌ফ্রিড্ (Gottfried) হানিমান্। জোহানা ক্রিশ্চিয়ান্ নীস্পিন্ ইহাঁর স্নেহময়ী মাতা। পিতা মেসেনের চীনের মাটীর বাসন প্রস্তুত করিবার কারখানাতে (Painter on porcelain) কাজ করিতেন। ইহাঁর নিরতিশয় ভদ্র ব্যব-

হারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ইনি পুত্রকে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। পিতার উপদেশের কথা হানিমান সর্ব্বদাই উল্লেখ করিতেন। হানিমান আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার উপদেশ এইরূপ ছিল, "সকল ব্যাপারই কার্য্যে পরিণত করা উচিত। কোন বিষয়ে অনর্থক অভিমান রাখিবে না। কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল বুঝিবে, তাহারই অনুসরণ করিবে।"* পিতৃ-দত্ত উপদেশ ও হিতশিক্ষা হানিমানের চিত্তে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ ও দুরপনেয় হইয়াছিল।

পৈতৃক সৎ-নীতি ও উপদেশমালার সাহায্যেই হানিমান ভবিষ্যতে ইতিহাস ও চিকিৎসা-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হানিমান প্রথমতঃ মেসেনের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হন; এই বিদ্যালয়ের রেক্টর মাজিষ্টর মুলার তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ ও পালন করিতেন। হানিমান দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সেই বিদ্যালয়ের অপরাপর বালককে গ্রীক ভাষায় সহজ পাঠ বলিয়া দিবার ভার পাইয়াছিলেন। তখন স্কুল-পরিত্যাগকালে এক একটি প্রবন্ধ লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল; হানিমান প্রবন্ধের বিষয় "মানবহস্তের আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ" ("The wonderful structure of human hand") স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বাল্যকাল (তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বর্ষ) হইতেই তাঁহার

---

* "Prove all things, hold fast that which is good"—Dudgeon.

প্রকৃতিবিজ্ঞানে ভালবাসা ছিল। অসামান্য মনীষা-সম্পন্নের নিকট এরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করা অসম্ভব নহে।

হানিমানের পিতা উচ্চশিক্ষার বিপক্ষ ছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় যুবকেরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অধিকন্তু তাঁহার অবস্থাও তত ভাল ছিল না, সুতরাং সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় অগত্যা পুত্রকে (সামুয়েল্ হানিমানকে) অর্থকরী বিদ্যায় নিপুণ করণার্থ বাধ্য হন।* অন্য দিকে হানিমানের উচ্চশিক্ষার জন্য আন্তরিক প্রয়াস। শৈশবকাল হইতেই হানিমানের অসীম অধ্যবসায়-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বাটীর সকলে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত, তখন হানিমান জাগ্রত হইয়া তাঁহার পাঠকার্য্য সমাধা করিতেন। পাছে কেহ জানিতে পারে এ জন্য তিনি নিজে একটি মৃত্তিকার প্রদীপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননীর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া তৈল সংগ্রহ করত পাঠকার্য্য সমাধা করিতেন। হানিমানের পিতা প্রথমতঃ ইহাঁকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া, আবার অধ্যাপকবৃন্দের অনুরোধে পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিদ্যালয়ে যাইয়া পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। শিক্ষাকার্য্যে অমানুষিক নিপুণতা প্রদর্শনই বিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশের প্রধান কারণ। অধ্যাপকগণের প্রবর্ত্তনা ও প্রার্থনায় হানিমানের পিতা বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত হানিমানকে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতে অনুমতি দেন।

---

* হল্ সাহেবের মতে হানিমানের পিতা, পুত্রের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না।

অতঃপর ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপ্‌জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ভ হয়। পিতৃদত্ত ২০টি থ্যালার * ও আশীর্ব্বাদমাত্র সম্বল করিয়া তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার্থ জর্ম্মনি—সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্যস্থল লিপ্‌জিক্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ইহাঁর বয়স ২১ বৎসর মাত্র। অত্রত্য তদানীন্তন অধ্যাপকের অনুকম্পায় তিনি অবৈতনিক ছাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে হানিমানের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনা। এই স্থানে হানিমান দুই বৎসরকাল অবস্থিতি করেন। তাঁহার পাথেয় খরচ অবশিষ্ট যে অর্থ ছিল, তাহাতে দুই বৎসরকাল কিরূপ করিয়া অতিবাহিত করিলেন, ইহা শুনিলে হানিমানের অসাধারণ অধ্যবসায় মনে উদিত হয়। তাঁহার সঙ্গে ধনভাণ্ডার না থাকিলেও জ্ঞানভাণ্ডারের অভাব ছিল না।

মোল্‌ডভিয়ার অন্তঃপাতী জ্যাসে প্রদেশের এক ধনী গ্রীক যুবাকে ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মনি ভাষা শিক্ষা দিয়া হানিমান জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ইংরেজী ভাষায় লিখিত কএকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ, জর্ম্মনি ভাষায় অনুবাদিত করেন।

অধীতবিদ্যার পরীক্ষাজন্য লিপ্‌জিক্ সুবিধাজনক স্থান নহে বলিয়া উহা অচিরে পরিত্যাগ করিলেন; এবং অষ্ট্রেলিয়ার সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ভিয়েনা নগরের চিকিৎসালয়ে

* "Twenty thalers the only patrimony he ever received) and his father's blessings, were carried with from Meissen to Leipzic—*Iudgeen.*

যাতায়ত করিতে করিতে "লিওপোল্ড (Leopaldstad) চিকিৎসালয়ের ডাক্তার কোয়ারিনের (Quarin) সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। কিছুদিন পরে হানিমান এখানে কোন এক দুষ্ট ব্যক্তির কুহকে পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। বহুবিধ প্রকারে বিপদাপন্ন হইলেও কেবল কোয়ারিনের অনুগ্রহে তিনি সে সকল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

কোয়ারিনের অনুগ্রহে ট্রান্‌স্যাল্‌ভ্যানিয়ার (Transylvania) শাসনকর্ত্তার গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক ও পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। গবর্ণ-রের প্রাচীনতম মুদ্রাভাণ্ডার ও পুস্তকালয় যত্নে রক্ষা করি-তেন ও সেই বহুজনপূর্ণ নগরীতে দুই বৎসরকাল চিকিৎসা করিয়া আর্ল্যাঞ্জেন (Erlangen) নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে "আক্ষেপিক রোগের কারণ ও চিকিৎসার সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া হানিমান এম্, ডি,উপাধি প্রাপ্ত হন।* এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশবর্ষ মাত্র। ইহার পর হইতেই ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। স্বদেশ-মমতায় আকর্ষিত হইয়া হানিমান হেটষ্টাট (Hettstadt) নগরে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এখানে তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় ডেসায় (Dssau) যাত্রা করি-লেন। এইখানে তিনি রসায়ন-শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগি-

---

* ডাক্তার এম্, এল্, সরকার মহোদয়ের Hahnemann, his place in the history of Medicino" নামক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য (বেথুন সোসাইটিতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়)।

লেন। এখান হইতে (Gommern) গোমারণের ডিষ্ট্রীক্ট ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে ঔষধবিক্রয়ী হেসিলাবের হেন্রিয়েটি (Henrietta Kulcher) কুল্চার নাম্নী রমনীকে বিবাহ করেন।

ইহার পর হইতে হানিমান অধ্যয়ন, অনুবাদ ও গ্রন্থপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। রসায়ন ও খনিজ-পদার্থ-তত্ত্ব-শিক্ষায় তিনি বিশেষ মনেযোগী হইলেন। রাত্রি জাগরণ করত স্বদেশীয় বিদেশীয় ভাষায় রাশি রাশি পুস্তকের ভাষান্তর করণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন প্রথা পরিবর্ত্তন করত নিয়মবিশেষের সাহায্যে ভিন্ন প্রকার পারদ প্রস্তত করেন, (অদ্যাপি সাধারণে যাহাকে "মার্কিউরিয়স্ হানিমানি" বলিয়া থাকে); এবং মদ্যপরীক্ষক যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার দ্বারা তিনি ক্রমে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তার পর ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মনি দেশের রাজধানী ড্রেস্ডেনে যাইয়া বহুবিধ পুস্তকাদি প্রচার করেন। ঐ বর্ষে "সুরাসার নির্ম্মাণকারক,ও রাসায়নিক দ্রব্য সকল নির্ম্মাণ করিবার কৌশল" নামক পুস্তক সঙ্কলন করিলেন। ইহার পর হইতে হানিমানের নাম ও সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ঈদৃশ যশস্বী হইয়া কালযাপন করিতে করিতে তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে অবলম্বিত চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার দিন দিন অবিশ্বাস ও সংশয় হইতে লাগিল। হানিমান ভ্রমপূর্ণ অনিশ্চিত চিকিৎসাপ্রণালীকে হতাদর করত চিকিৎসাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। দিন দিন সাধারণে তাঁহাকে নিন্দা করিতে

লাগিলেন বটে, কিন্তু তদানীন্তন তাঁহার "জ্বলন্ত পাথুরিয়া কয়লার উত্তাপ ব্যবহারের অসাধু ফল" নামক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণ হানিমানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন। তার পর "ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর প্রভাব" প্রভৃতি চারিখানি পুস্তক প্রচার করিলেন।

এই সময়ে হানিমানের বয়স চত্বারিংশ বৎসর; এক্ষণে পুনর্ব্বার লিপ্‌জিকে আসিয়া "উপদংশ রোগ" নামক পুস্তক লিখিলেন; এবং কুলেনের (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) ভৈষজ্য-তত্ত্ব জার্ম্মনভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে করিতে কিরূপে হোমিওপ্যাথির মূল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আমরা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে তাহা বিশেষ-রূপে বিবৃত করিয়াছি, এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না। (হোমিওপ্যাথির আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে ডাক্তার ডজিয়ান, রসেল, প্রভৃতি গ্রন্থকার বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রদান করিলেও, মূল সত্যকে কেহ বিপর্য্যয় করেন নাই।

তার পর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে হানিমান "ইকনমিক্যাল্ সভার" সভ্যপদে নিয়োজিত হইয়া 'স্ত্রীজাতির প্রতি উপদেশ' প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তার পরবর্ষে ইনি "থারে-ঞ্জীয়ান্ ফরেষ্টের" অন্তর্গত জার্জেন্থালের বাতুলাশ্রমের কর্তৃত্ব-ভার প্রাপ্ত হন (An asylum for the insane in Georgenthal in the Thuringian forest)। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ক্ষিপ্ত-গণের আরোগ্য করিবার অসভ্য পাশব প্রণালীর সংস্কারক হই-লেন। এই অসভ্য প্রহার-প্রথার বিরোধী হওয়াতে হানিমান আপামর সাধারণের কৃতজ্ঞপাত্র! কোন বিশেষ কারণে তিনি এখানে অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই; অতঃপর ওয়াল্

সেল্‌বেনে (Walschleben) যাইয়া "স্বাস্থ্য-মিত্র" (Friend of Health) ও দ্রব্যাভিধান নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন। পরবর্ষে অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে "ককেন্ ব্রিঙের আরোগ্য-প্রণালীর সমর্থন" প্রভৃতি কএকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এইরূপে তাঁহার বহুবিধ পুস্তক প্রচার সাধারণে জানিতে পারিয়া সকলেই দিন দিন বিস্মিত হইতে লাগিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেনিস্ লুটারে অবস্থিতি কালে (কাহার কাহার মতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মনি রাজ্যে অতিশয় আরক্ত-জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, হানিমান একমাত্র বেলাডনার দ্বারা বহু পীড়িতব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে লাগিলেন (আরক্তজ্বরের প্রতি-ষেধক বেলাডনা আবিষ্কার-কথা "প্রতিষেধক" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য); এবং বিজ্ঞাপন দিলেন যে, "অন্যূন তিন শত গ্রাহক হইলেই ঐ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রচার করিব, উহাতে আরক্তজ্বরের প্রতি-ষেক ঔষধ প্রভৃতির কথাও থাকিবেক; এবং ইতিমধ্যে গ্রাহক-দিগকে এক এক শিশি ঔষধ পরীক্ষার্থ প্রদান করা যাইবে।"* আক্ষেপের বিষয়! হানিমানের এই মহদুদ্দেশ্য নিন্দুকদিগের নিকট স্বার্থপরতা বলিয়া প্রতীত হইল। দিন দিন এখানকার ডাক্তারগণ মহারাগান্বিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। ঔষধ বিক্রেয়ীরা প্রমাদ ভাবিয়া ডাক্তারগণের সঙ্গে পরামর্শ করত হানিমানের বিপক্ষে রাজদ্বারে আবেদন করিল। হানিমান নিজের কথা অতিস্থিরগম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিলেও স্বার্থপর-

* See "Dudgeon's Lectures on Homeopathy (Biograply of Hahmemann) page XXVI.

তার বিচারে অকৃতার্থ হইলেন; এবং এলোপাথেরা ইঁহাকে তথা হইতে দূর করণে কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। হানিমান এখান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত বেলাডনা আরক্তজ্বরের প্রতিষেধকরূপে আজিও প্রচলিত হইতেছে! (ঔষধবিক্রয়কারিগণের মন্ত্রাদির কারণ ও বিবরণ "ঔষধ-মিশ্রণপ্রথা" প্রবন্ধে ২য় ভাগের ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে অগত্যা হানিমান জন্মের মত ঐ স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করত হম্বর্গ প্রদেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বড় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। শকট বিপর্য্যস্ত হওয়াতে তাঁহার একটি পুত্র মৃত ও একটি কন্যার পদ ভগ্ন হয়; এবং নিজেও সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন; গৃহসামগ্রী সকল নষ্ট হইয়া যায়। অগত্যা তাঁহাকে কন্যার উপশমের জন্য ছয় সপ্তাহ কাল নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে অবস্থিতি করিতে হয়; অবশেষে হম্বর্গ দিয়া আল্‌টোনায় (Altona) উপস্থিত হইলেন। তার পর এলেন্‌বর্গ ও মোচারণ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে যাইতে নিতান্ত বাসনা হইল। মোচারণ অবস্থিতিকালে ইঁহার দারুণ অর্থাভাব হয়। দিবাভাগে মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী রচনা ও রাত্রিতে পত্নীর সহিত বস্ত্রাদির মালিন্য দূরীকরণ তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়াছিল।

অতুল অধ্যবসায় সহকারে হানিমান দিন দিন বহুবিধ পুস্তক রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে হিউফ্‌-লাণ্ডের পত্রিকাতে সাহসসহকারে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা একবারে পরিত্যাগ করাতে হানিমানের বড়ই আর্থিক অনাটন হইতে লাগিল। দরিদ্রতা-রাক্ষসীর

পীড়নে তিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পুস্তক-অনুবাদকার্য্য গ্রহণ করিতেন। অর্থের দায়ে একদা কোন ঔষধ-বিক্রেতার ঔষধবিষয়ক ব্যবস্থা-পুস্তক অনুবাদ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু হানিমান এই কথা বলিলেন, "আপনার যদি অন্য কোন পুস্তক অনুবাদার্থ না থাকে, তবে এইখানিই অনুবাদ করিয়া দিব, কিন্তু ইহার মুখবন্ধ বা ভূমিকা লিখনবিষয়ে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হইবেক।" অগত্যা ঔষধবিক্রেতা তাহাতে সম্মত হইল। হানিমান যে মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন, অনুগত লোকে সেরূপ পারে না। হানিমান অসার অর্থের জন্য আপন বিবেককে বলিদান দিতেন না। আমরা সংক্ষেপতঃ সেই ভূমিকার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"পাঠক! আপনি এই ঔষধের ব্যবস্থা-পুস্তক পাঠ করত চিকিৎসা-কার্য্যে নিপুণ হইবার আশায় যদি ইহা ক্রয় করিয়া থাকেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়াছেন।

অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা, প্রাচীন পুস্তকাদি-লিখিত ঔষধের গুণের বিষয় আলোচনা, পীড়ার বিশেষ বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিলে চিকিৎসা-বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করা যায়। এই পুস্তকের বিষয়গুলি নিরতিশয় ভ্রমপূর্ণ! এরূপ মিশ্রণ ঔষধে উপকার না হইয়া বরঞ্চ অপকার হইয়া থাকে। * * * *

* "As for the contents of this book, they are the grossest imposition ever palmed upon man, a confused jumble of unknown drugs mixed together in what are called prescriptions.

পাঠকগণ! আমি এক্ষণে এইমাত্র সদুপদেশ দিতে পারি যে, এই পুস্তকের মূলাংশ (গ্রন্থভাগ) আপনারা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করুন এবং ভূমিকাটুকু রাখিয়া দিউন। ইহাতে এইমাত্র ফল হইবে যে, এই প্রকারের কোন পুস্তক দেখিলে তাহার বিষয় সতর্ক হইতে পারিবেন; দুঃখের বিষয় এইরূপ পুস্তকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব!"

অতঃপর ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে "চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ" নামক পুস্তক জার্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদ করেন; "জলাতঙ্ক রোগ নিবারণ ও শান্তি"জন্য একখানি পুস্তক রচনা করিলে পর তাঁহার প্রশংসা ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তার পর তুলাদণ্ডে এস্কুলেপিয়সের পরিমাণ" (Æsculapius in the Balance) নামক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সমগ্র ইয়ুরোপে তদানীং এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্ত গ্রন্থরচনায় পরিচালিত হইত; ক্রমে "বহুদর্শিতা-সম্মত চিকিৎসা-প্রণালী (Medicine of Experience) প্রভৃতি আরও কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। ড্রিস্‌ডেন্‌নগরে খ্রীষ্টীয় শকের ১৮১০ অব্দে চিকিৎসা-জগতে অবিনশ্বর "অর্গানন্" (Organon) গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। হানিমান বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এই গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ হইয়াছিল। ইহা ইয়ুরোপে নানা ভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল। এইখানে এই পুস্তক প্রচার করিয়া তিনি লিপ্‌জিক নগরে প্রত্যাগমন করেন। চারি দিক হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিতে লাগিল। কেহ স্তুতিবাদক, কেহ শিষ্যত্বপদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবার কতক-

---

(See—Dudgeon's Lect.upon Homeopathy.p.XXVIII

গুলি লোক বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার পরীবাদ রটনা করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি লাটীন ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা লিখিয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই তিনি হোমিওপ্যাথিমতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন; তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির বিবরণ উল্লেখ ও শ্রবণ করিতেই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু তাঁহার অসীম উদ্যম এক দিনের জন্যও পুস্তক লিখিতে নিরস্ত ছিল না, ইহাই অত্যধিক আশ্চর্য্যের বিষয়! ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ড্রেসডেন্ নগরে তাঁহার "মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা" (বিশুদ্ধ ভৈষজ্য-তত্ত্ব) খণ্ডশঃ মুদ্রিত হইল। সুস্থাবস্থায় নিজ শরীরে এবং বন্ধুগণের শরীরে যে সমুদয় ঔষধের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবরণ উহাতে লিখিত হইল। অতি অল্পকালমধ্যেই ইহার তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এক্ষণে হানিমানের নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থী ভাবিকালের চিকিৎসকগণকে কার্য্যতঃ ও যুক্তিতঃ শিক্ষা প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, তন্নিমিত্ত একটি রোগি নিবাস সংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি অগত্যা মৌখিক উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতেও অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, কিন্তু সত্যের জয় চিরদিন সম্ভব! হানিমান যুক্তি ও বিদ্যাবলে জয়ী হইয়া সপ্তাহে দুই দিন বক্তৃতা দান করিতেন; অনেক বৃদ্ধ চিকিৎসকও উৎসাহসহকারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রোতৃশ্রেণিভুক্ত হইলেন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ঔষধ-পরীক্ষাবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঔষধ-পরীক্ষায় যে স্বার্থত্যাগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক, ইহা কেবল ভুক্তভোগীরাই জ্ঞাত আছেন।

৫৬ বৎসর বয়সে একজন বিখ্যাত উপযুক্ত বিদ্বান্ ও প্রবীণ চিকিৎসক ভাবে এইবার লিপ্‌জিকে তাঁহার তৃতীয় বার আগমন হইল। ইতিপূর্ব্ব হইতেই তিনি উত্তম গ্রন্থকার ও পণ্ডিত বলিয়া বুধমণ্ডলীর নিকট আদৃত ছিলেন। তাঁহার "অর্গ্যানন্" গ্রন্থের বিরুদ্ধে সাতখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল। হানিমানের পুত্র ফ্রেডরিক্ হানিমান কর্ত্তৃক অধ্যাপক হেকারের প্রতিবাদের আপত্তি সুন্দররূপে খণ্ডিত হইয়াছিল। তার পর (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে) দুই বৎসর মধ্যে হানিমান আবার কএকখানি গ্রন্থ লিখিলেন; তন্মধ্যে "রোগি-নিবাস-জ্বর", "স্নায়বিক পীড়া" প্রভৃতি পুস্তক হইতে তিনি কিছু অধিক অর্থ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিল; অষ্ট্রিয়া দেশের সেনাপতি যুবরাজ সোয়ার্জ্জেন্‌বর্গ (Prince Schwarzenberg) এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্যলাভে হতাশ্বাস হইয়া হানিমানের নিকট চিকিৎসিত হইতে আসিলেন; হানিমান প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ উপকার দেখাইলেন, কিন্তু অবশেষে মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। বিপক্ষদল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে উপযুক্ত অবসর পাইয়া হানিমানের ঔষধের উপরে দোষারোপ করিল। তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, "তুমি নিজে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে দিতে পারিবে না।" তাঁহার মনোগত ঔষধ ঔষধবিক্রয়ীদিগের নিকট পাওয়া যায় না, সুতরাং হানিমানকে লিপ্‌জিক পরিত্যাগ করত অন্যত্র যাইতে হইল। কিন্তু লিপ্‌জিকে এত অভ্যুদয়—লিপ্‌জিক্ জন্মভূমি—ইহা কি করিয়া ত্যাগ করিয়া যান? হানিমান মহাবিভ্রাটে পতিত

হইলেন। ঔষধবিক্রেতগণ তাঁহার আদেশমত ঔষধ প্রস্তুত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। এই সময়ে হানিমানের বড়ই অর্থের অপ্রতুল হইল, হানিমানের জীবনের ইহা অতীব শোচনীয় কাল! সত্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া এরূপ কষ্ট লাভ ইতিহাস-জগতে নূতন নহে। কলম্বস্, গৌরাঙ্গ লুথার, ইহাঁরাই তাহার প্রধান সাক্ষ্যস্থল। হানিমান সত্যের অনুরোধে লিপ্‌জিক ত্যাগ করিলেন; মহোদয়গণের ভাগ্যে জীবিতকালে সম্মান লাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে অতি দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে তিনি লিপ্‌জিক্ ত্যাগ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আন্‌হল্ট কিথেনের ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড (Prince of Anhalt Cœthen) তাঁহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহের কথা হানিমানের জীবনী ও হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত থাকিবে। ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড ১৫ বৎসরকাল হানিমানকে আশ্রয় দিয়া হোমিওপ্যাথির অসীম উপকার করিয়াছিলেন। এইখানে থাকিয়া হানিমান "ত্রৈমাসিক পত্র" প্রচার করিতে লাগিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ এই সময়ে বড়ই পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তার পর "নূতন ও পুরাতন চিকিৎসাপ্রথার পার্থক্য" প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার রোমেন তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হানিমানের প্রধান শিষ্য* ডাক্তার গ্রস্ ও

---

* এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের উৎকৃষ্ট পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠা

ষ্টাপকে কিথেনে আহ্বান করেন। শিষ্যদ্বয়কে "পুরাতন পীড়ার যুক্তি ও চিকিৎসা" বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন; পরবর্ষে ঐ গ্রন্থ ড্রেস্‌ডেনে প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের উৎকৃষ্টতা হেতু ডাক্তার জর্ডান্ ফ্রেঞ্চ ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন, "পুরাতন ব্যাধি-যুক্তি" প্রবন্ধে আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি।)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে, হানিমানের শিষ্যবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার এম্, ডি উপাধি-প্রাপ্তির পঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ করিয়া একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই ঐ সমিতির অধিবেশনে যোগ-দান করিয়াছিলেন। ঐ দিবস হানিমান "জর্ম্মান হোমিওপাথগণের কেন্দ্রীভূত সমাজ (Central Society of German Homœopathists) নাম দিয়া একটি সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি উহাতে যোগদান ও সভ্য-পদ গ্রহণ করেন।

এই বৎসরে (ডাক্তার ডজিয়ানের মতে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে) ইউরোপ দেশের পূর্ব্বভাগ হইতে জর্ম্মনিতে বিসূচিকা রোগ প্রবেশ করিল। হানিমান তখন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সুতরাং স্বচক্ষে রোগী দেখিতে সুযোগ পাইলেন না।* সংবাদ

দ্রষ্টব্য। ডাক্তার ডজিয়ান্ বলেন, "To Hahnemann's opponents his doctrine of *Chronic Diseases* was a fertile and inexhaustible theme for rediculе and obloquy."

* See—A sketch of the Treatment of Cholera, by Dr. M. L. Sarkar, M, D,

পত্র পাঠে এবং অন্যান্য প্রকারে ঐ রোগের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উহার ঔষধ সাধারণকে জানাইলেন। তাঁহার উপদেশমালা মুদ্রিত করিয়া দেশে দেশে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার উদ্ভাবিত কর্পূরারিষ্ট, ভেরেট্রাম, কুপ্রম্ প্রভৃতি ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর মহামারী রোগের চিকিৎসার সাফল্য হইতেই হানিমানের হোমিওপ্যাথির যশ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হানিমানের আবার পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল; যেহেতু সম্পদ বিপদে প্রধান সহায় ও প্রিয়সখী, প্রিয়তমা পত্নী হেনিরিএটি এই বৎসরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অনেকের মতে* পরলোকগতা হেনিরিএটি অতীব মুখরা ও উগ্রস্বভাবা ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ডজিয়ান বলিয়াছেন যে, বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা উহার প্রমাণ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন নাই। হানিমান তাঁহার আত্মজীবনীতেও উহা উল্লেখ করিয়া যান নাই। স্ত্রীবিয়োগে তিনি অতিশয় মানসিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর প্রিয়তম লক্ষ্য হইতে এক দিনের জন্যও বিচলিত হন নাই। এই ঘোরতর দুঃখের সময়েও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে "এলোপ্যাথি, ও পীড়িত ব্যক্তির প্রতি সতর্কতা এবং বিসূচিকা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

---

* "Henrietta Kulcher died, leaving Hahnemann with a numerous family......whom she had at one time misunderstood and tormented"—*Conferences upon Homaopathy—by Dr. M. Granier. page 418.* সক্রেটিশের স্ত্রী সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

প্রণয়ন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে উহার ৫ম সংস্করণ হইয়াছিল।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে আরও দুই একটি সাময়িক কথা বলিয়া রাখি; হানিমান প্রতিষ্ঠিত সভা (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) অস্তিত্বহীন হইল। ইহার কারণ স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ডাং হেরিং আমেরিকায় হোমিওপ্যাথির প্রচার আরম্ভ করিলেন। আমেরিকায় অল্পকালমধ্যে ইহা বিস্তীর্ণ ভাবে প্রচারিত হইল। এই সংবাদে হানিমান বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রীটনে এই সময়ে হোমিওপ্যাথি শব্দের বানান প্রস্তুত হইতেছিল।

কিথেনে অবস্থিতিকালে হানিমান দরিদ্রের প্রতি বড় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি সযত্নে রোগীর লক্ষণ পীড়ার যাবতীয় উপসর্গ লিখিয়া লইতেন। তিনি আপনার স্মরণ-শক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক দেখিয়া ঔষধ-নির্ব্বাচন করিতেন।

ইহার পর হানিমানের পারিবারিক জীবনের দ্বিতীয় যুগ উপস্থিত হইল। ফ্রান্স দেশীয় কুমারী মিলানী* নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া শিক্ষিতা মহিলা হানিমানকে পতিত্বে বরণ করিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময়ে হানিমানের বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ হইয়াছিল। বিবাহের বিবরণ এইরূপ; "মিলানী যক্ষ্মা

* এই কুমারীর নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার ডজিয়ান্ "Mlb, Melanie'd Hervilly" বলিয়াছেন। মান্যাস্পদ ডাক্তার সরকারও এই নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রোগে বহুদিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন; এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা উহা দুরারোগ্য বলিয়া হতাশ্বাস দেওয়ায় তিনি কিথেনে হানিমানের চিকিৎসাধীনে আইসেন। সুচিকিৎসার প্রভাবে মিলানী নীরোগ হইলেন। কষ্টসাধ্য ব্যাধি হইতে অরোগিণী হইয়া, ফ্রেঞ্চ ললনা আরোগ্যদাতাকে (আরোগ্য-প্রথার গুণে বিমোহিত হইয়া) মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। মিলানী সুশিক্ষিতা ছিলেন; ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান, ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত কবিতা অতীব সুন্দর। ইহা ব্যতীত ইনি চিত্রাঙ্কনে বিশেষ নিপুণা ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই হানিমানের প্রতিকৃতি যথাযথ ভাবে চিত্র করিতেন ঈদৃশ গুণবতী রমণী ব্যতীত কে হানি-মানের মন অধিকারে সমর্থ হইতেন? রূপ ও বয়সের মিলন-বিষয়ে পরিণয় প্রথার সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হইলেও এই পরিণয় পরিণামে সুফল প্রদানে বিমুখ হয় নাই। পেশ্চিয়ারের মতে "হানিমান স্বীয় বনিতার নিকট দেবতা স্বরূপ সম্মানিত গৃহকার্য্যে তাঁহার (মিলানীর) অসীম নৈপুণ্য ছিল; তাঁহার চরিত্র অনুকরণীয় ও পবিত্র।" কিথেনে অবস্থিতি কালে হানিমান যে বিস্তর বিত্ত বিভব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মিলানী তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া হানিমানের প্রথম পরিণীতা পত্নীর গর্ভোৎপন্ন দুহিতাগণকে বিভাগ করিয়া দিতে বলেন। হানিমান সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই করিলেন; কেবল ১৫০০০ ডলারের মুদ্রা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। ম্যাডাম হানিমান মাত্র একটি সামান্য বিবাহ-সুবর্ণঅঙ্গুরী গ্রহণ করিলেন।

অনেকে হানিমানের পবিত্র চরিত্রের উপর দোষারোপের

এই এক কাল্পনিক সুযোগ পাইয়া অন্যথা নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যে শত্রুরা অনবরত তাঁহার বিপক্ষাচরণ করিয়াছিল তাহারা যে এরূপ নিন্দা ঘোষণা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

বিবাহের ছয় মাস কাল পরে হানিমান কিথেন ত্যাগ করিয়া পেরিসে গমন করিলেন। ডাক্তার গ্র্যানিয়ার বলেন, পত্নীর উত্তেজনায় তিনি জর্ম্মানি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ডজিয়ান প্রভৃতি হানিমান-জীবন-চরিত-লেখকেরা বলেন, ফ্রেঞ্চ জাতির ঔদার্য্য ও ফ্রান্সে হোমিওপ্যাথির প্রচার ও আদর শ্রবণ করিয়াই তিনি তথায় গমন করেন। নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত এইখানে আসিয়া তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত কঠিন পরিশ্রম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই ; তিনি ইতিপূর্ব্বে যে ফরাসী-ভাষায় এক সুবৃহৎ বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, এখানে আসিয়া ঐ পুস্তকখানি ফ্রেঞ্চদিগের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলেন। এখানে প্রথমতঃ তিনি অলক্ষিত ভাবে এক গলির মধ্যে বাস করেন ; তার পর অল্পকালমধ্যেই তাঁহার আবাস-বাটী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিল। রোগী, চিকিৎসক, তার্কিক ও দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই ক্ষণে হানিমান প্রকাশ্যে চিকিৎসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স হোমিওপ্যাথিক সভা, হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়, হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও রোগি-নিবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

হানিমান-জীবনের শেষাঙ্ক অতি সমাদরে অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহোল্লাসে পরিপূরিত হইয়া উঠে।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া হানিমানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। অবশেষে উননব্বই বর্ষ বয়সে তাঁহার শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগ (Difficulty of breathing) উপস্থিত হইল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জুলাই তারিখে হানিমান ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী হানিমান বিরহে জর্ম্মানি, ফ্রান্স, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকবাসীর হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল! শত্রু মিত্র সকলেই কাঁদিল।

হানিমান-জীবনের মহত্ত্ব।

মানব-হিতৈষী মহাত্মা হানিমান আর ইহ-জগতে নাই; তিনি এক্ষণে ইতিহাস-জগতের আলোচ্য স্থান অধিকার করিয়াছেন: অথবা তিনি কখনই ইহজগৎ হইতে তিরোহিত হইবার নহেন—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তিনি মৃত হইলেও কীর্ত্তিতে জীবিত, চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে হানিমান-চরিত্রের গৌরব ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। উপসংহারকালে আমরা আজ তাঁহার চরিত্রের কএকটি বিশেষ কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

হানিমানের অসাধারণ অধ্যবসায়।—এই অধ্যবসায়ের চিহ্ন তাঁহার বাল্যজীবন হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পিতৃদেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোর নিশীথ রাত্রিকালে স্বহস্তে গঠিতপ্রদীপে ও "অপহৃত আলোকে" (The light of his contraband oil in the primitive lamp of his own construction.) প্রগাঢ় অধ্যয়ন, কলেজে অধ্যয়ন কালে অপরাপর

বালকদিগকে গ্রীকভাষা শিক্ষা দিয়া [illegible]ক্ষের পাঠকার্য্যের ব্যয়াদি সংকুলন করা, সংসার-জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাশি রাশি পুস্তকানুবাদ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ প্রভৃতি তাঁহার লৌহময় অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁহার বিবেক ও সত্য-জ্ঞান—তিনি যে দিন হইতে হোমিওপ্যাথির সত্য বুঝিলেন, সেই দিবস হইতে এলোপ্যাথিকমতে চিকিৎসা ত্যাগ করিলেন। হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার ব্যবসায়ের বড়ই ক্ষতি হইল! কেহই তাঁহার [illegible] আর বিশ্বাস করিয়া চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিত না; ইহার পর আবার ঔষধ বিক্রেতাদিগের আক্রোশ। এই সময়ে তাঁহার অর্থের বিশেষ অনটন হয়। নিঃস্বতা-রাক্ষসীর তাড়নায় তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া। প্রকাশকদিগের জন্য পুস্তক অনুবাদ করিতেন। ("And supporting his family by the *ten fold* greater labour of translating books for publishers) এতাধিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও হানিমান ক্ষণকালের জন্য সত্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই*। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "মনুষ্যজীবন রক্ষা করাই যখন আমাদের ব্যবসা ও শাস্ত্র, তখন সে বিষয়ে অনুমাত্র ত্রুটী হইলে বা সে শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপ শিক্ষিত না হইলে, আমাদের দারুণ পাপ স্পর্শিবে।"

---

* অভাব, মনুষ্যকে মনুষ্যত্বহীন করে; হানিমান তাঁহার রোগীর নিকট হইতে অত্যধিক অর্থ গ্রহণ করিতেন বলিয়া, নিন্দকেরা নিন্দা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। যে চিকিৎসক চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বিবিধপ্রকারে তাঁহার আত্মসম্মান বজায় রাখিবেন। মানুষের নিন্দায়

জীবনে একাকী তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, শতজন পরিশ্রমী ব্যক্তিও তাহা সমাধা করিতে পারিত কি না সন্দেহ। প্রায় একশত ঔষধ নিজশরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সোত্তরখানি মৌলিক গ্রন্থ তাঁহার মস্তিষ্ক ও লেখনী-সম্ভূত। ইহা ব্যতীত রাশি রাশি অনুবাদিত পুস্তক! ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, ল্যাটিন্ প্রভৃতি ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক ভাষান্তরিত করেন। ইহার উপর নিজের প্রাক্‌টিস্; তিনি প্রত্যেক চিকিৎসকের সহিত সযত্নে পরামর্শ (Consultatio

---

পৃথিবীতে আসিয়া যায় না। হানিমানের নিঃস্বত্বতার কথা ভাবিলে অর্থ গ্রহণ বিষয়ে, নিরপেক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই অন্য ভাব ভাবিতে পারিতেন না।

মেচারণ অবস্থিতিকালে তাঁহার অর্থকষ্টের পরিসীমা ছিল না। সমস্ত দিন অনুবাদ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, রাত্রিকালে সহৃদয়া পত্নীর সহিত একত্র বস্ত্রাদি ধৌত করিতেন; সাবান কিনিতে অসমর্থ হইয়া আলু দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিতেন। অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থ পাইতেন, তাহাতে দৈনিক আহারের অসচ্ছলতা হেতু, পাছে পরিবারের মধ্যে কেহ (খুঁত খুঁত করে) অসন্তুষ্ট হয়, এজন্য তিনি প্রত্যেকের আহার্য্য পরিমাপ দ্বারা বিভাগ করিয়া দিতেন। এই সময়ে তাঁহার একটি কন্যা পীড়িতা হইয়া তাঁহার প্রাত্যহিক আহার্য্য অংশ একত্র করিয়া একটি বাক্সে রাখিতেন; সুস্থতা লাভ করিয়া এক দিন পেট ভরিয়া খাইবেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আরোগ্য লাভে হতাশ্বাস হইয়া এক দিন তাঁহার ছোট ভগিনীকে ডাকিয়া সেই শুষ্ক বাসি রুটীগুলি বাস্তবিকই যথারীতি উপহার দিলেন। ইহা হইতেই হানিমানের তদানীন্তন নিঃস্বত্বতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

করিতেন। প্রত্যেক রোগীর রোগলক্ষণ নিজহস্তে লিখিয়া লই-তেন; এই সকল বিষয় চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

হানিমানের উদারতা।

পরিশেষে তিনি তাঁহার শত্রুদিগকেও আন্তরিক ক্ষমা করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে তিনি লুথার-মত মান্য করিতেন। জীবনে এতাধিক ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও তিনি বিনম্র ছিলেন। হানিমান সকল বিষয় সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে নির্ভর করি-তেন। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কার্য্যের ফলাফল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই হানিমানের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। হানিমান সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য রাজার সাহায্য প্রয়োজন করে না; পার্থিব মান্যের পদও প্রয়োজন নাই। চতু-র্দ্দিক কণ্টকাকীর্ণ থাকিলেও এই ক্ষুদ্র বৃক্ষটি দিন দিন বর্দ্ধনশীল হইবে! ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মূলকাণ্ড সুদৃঢ় রূপে অলক্ষিত ভাবে দিন দিন গভীর প্রদেশে প্রোথিত হই-তেছে; সুতরাং যথাসময়ে তাঁহার এই উন্নত বৃক্ষ চতু-র্দ্দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তৃতি করত ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ইহারস্বাস্থ্যচ্ছায়া দ্বারা শান্তি প্রদান করিবে।"

সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press.—Calcutta.